বন্ধন

বন্ধন

মোহাম্মদ শামছুদ্দোহা

বন্ধন * মোহাম্মদ শামছুদ্দোহা
প্রকাশকাল: ....- ২০২৩
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়
বিসিক রোড, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ।
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ..../- (.................) টাকা
আইএসবিএন: ....
ISBN: ....
Bondhon by Mohammad Shamsudhuha
Published by Chayyanir.Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication ....- 2023
Copy Right: Writer
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. ....../- (.......................)

উৎসর্গ

শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

বাল্যকাল হতে অদ্যাবধি যে বন্ধুদ্বয়ের বিদ্যাবুদ্ধি, কাজকর্ম, মেধা, মনন, শ্রম, অধ্যবসায় মানব কল্যাণে নিবেদিত তাদের একজন অধ্যাপক মোহাম্মদ শামছুদ্দোহা, অপরজন ড. নূরুননবী। একজন খেলাধুলা, সংস্কৃতি সংগঠন, প্রতিষ্ঠান গঠন, পাঠদান, সাহিত্যে অনন্য। অপরজন ড. নূরুননবী প্রতিষ্ঠান গঠনে, মহান মুক্তিযুদ্ধে, লেখালেখিতে এবং আবিষ্কারে দেশ-বিদেশে সমাদৃত এবং প্রশংসিত। এই দুই বন্ধুর সেতু বন্ধনের স্মারক গ্রন্থই 'বন্ধন'।

অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
ছায়ানীড়

সূচি

প্রারম্ভ ❐ ১১
স্বরূপ ❐ ১১
সুপেয় সরাব ❐ ১১
কালের শপথ ❐ ১২
হৃদয়ের আকুতি ❐ ১২
মহাবিশ্বের বিস্ময় ❐ ১৩
ভোরের আহ্বান ❐ ১৪
সুফিজনের মরণ ❐ ১৪
ভৈরবী গান ❐ ১৫
আবেদন ❐ ১৫
প্রার্থনা ❐ ১৬
স্বর্গ দর্শন ❐ ১৬
জীবনের যত কথা ❐ ১৭
বেহালায় ❐ ১৭
প্রতিজ্ঞা ❐ ১৮
বেহালা ❐ ১৮
করুণার ফল ❐ ১৯
সুখ ❐ ১৯
মার্জনা তব স্বকাশে ❐ ২০
সিফাতে ফাতিহা ❐ ২০
হাসরের ময়দানে ❐ ২১
তব স্বকাশে ❐ ২১
অপরূপ ❐ ২২
১২ রবিউল আউয়াল ❐ ২২
বিশ্ববিধাতা ❐ ২৩
তসবি ❐ ২৩
সুখের নিবাস ❐ ২৪
চরক পূজা ❐ ২৪
তব গান ❐ ২৫
বেশুমার বিনিময় ❐ ২৫
করুণার দান ❐ ২৬

২৬ ❐ নির্দেশ
২৭ ❐ বিলের নামে গ্রাম
২৭ ❐ বাংলাদেশের গান
২৮ ❐ পৈতৃক ভিটা
২৮ ❐ জন্মভূমি
২৯ ❐ জাগো প্রিয় বন্ধুরা
২৯ ❐ জনহীন আম্রকানন
৩০ ❐ আবদার
৩০ ❐ ভৈরবী লগনে
৩১ ❐ এসো ফাল্গুনে
৩১ ❐ সুখের সন্ধানে
৩২ ❐ আশীর্বাদ
৩২ ❐ ভৈরবী
৩৩ ❐ সম্পর্ক
৩৩ ❐ নির্মল বাতাস
৩৪ ❐ প্রত্যাশা
৩৪ ❐ সীমাবদ্ধতা
৩৫ ❐ সুকণ্ঠী নজরুল গীতির
৩৫ ❐ গায়কের জীবনালেখ্য
৩৫ ❐ শ্যাম সঙ
৩৬ ❐ চন্দনার বন্দনা
৩৬ ❐ অ- ঈ
৩৭ ❐ চৈত্রের দুপুরে
৩৭ ❐ প্রেমপত্র
৩৮ ❐ মন উচাটন
৩৮ ❐ বন্ধন
৩৯ ❐ হাসি আর বাসি
৩৯ ❐ ফাল্গুনি বাও
৪০ ❐ পথে হলো দেখা
৪০ ❐ বন্ধুবরণ
৪১ ❐ বংশধারা

গানের ওপাড়ে ❐ ৪১
বংশগতি ❐ ৪২
প্রভাত সমীরণ ❐ ৪৩
যে পথ হয়ে গেছে হারা ❐ ৪৩
ফিরে আসো তুমি ❐ ৪৪
ভালোবাসা ❐ ৪৪
পরী প্রাসাদ ❐ ৪৫
খাঁচার দুনিয়ায় ❐ ৪৫
কথা বলো না দুহিতা ❐ ৪৬
প্রিয়তমা ❐ ৪৬
রাজলক্ষ্মী ❐ ৪৭
আমরণ বন্ধু ❐ ৪৮
তৃপ্তির ঘুম ❐ ৪৯
ফুল ফুটেই ঝরে ❐ ৪৯
জাতীয় কবি ❐ ৫০
বৃন্তের বিলাপ ❐ ৫০
যৌবন তুমি নিওনা বিদায় ❐ ৫১
সান্তার গায়ে হলুদ ❐ ৫১
স্মরণীয় বরণীয় ❐ ৫২
বাদলা দিনে ❐ ৫২
শরতের বিলাপ ❐ ৫৩
ধানমন্ডির পুরানো ১৯ এ ❐ ৫৩
সন্ধ্যা আরতি ❐ ৫৪
অপাঙক্তেয় ❐ ৫৪
বাসর রাতে ❐ ৫৫
ভৈরবী ❐ ৫৫
সহ অবস্থান ❐ ৫৬
বিরহ ❐ ৫৬
অনুরাগ ❐ ৫৭
চির যৌবনা রমা ❐ ৫৭
গোধূলি বেলায় ❐ ৫৮

৫৮ ❐ শিশু আগমন
৫৯ ❐ বাঁধন হারা
৫৯ ❐ বিদ্রোহ কবিতা অবলম্বনে
৬০ ❐ দুরাশা
৬০ ❐ বাবা
৬১ ❐ দুটি কথা
৬১ ❐ মিনির আকুতি
৬২ ❐ আহ্বান
৬৩ ❐ আদর্শ জীবন
৬৩ ❐ উপদেশ
৬৪ ❐ আধুনিক সমাজ
৬৪ ❐ আঁখিজল
৬৫ ❐ যৌবন তুমি চির নবীন
৬৫ ❐ ছোট গাঁ
৬৬ ❐ এপাড় বাঙলা ওপাড় বাঙলা
৬৬ ❐ ডাক্তার
৬৭ ❐ একদা কৈশোরে
৬৭ ❐ কেয়ার সুবাস
৬৮ ❐ বায়ুর ভালোবাসা
৬৮ ❐ মেঘ
৬৯ ❐ ঘর বাধার পদাবলি
৭০ ❐ নানজিবা
৭০ ❐ কিছু কথা
৭০ ❐ সাত সংখ্যার উপহার
৭১ ❐ হাসনা হারিয়ে গেছে
৭১ ❐ মমপাড়া গাঁও
৭২ ❐ গানের পাখি শাহনাজ
৭২ ❐ সাঁঝ বেলা
৭৩ ❐ মনে পড়ে
৭৩ ❐ পথহারা
৭৪ ❐ তোমাকেই মনে পড়ে

অদৃশ্য দর্শন ❒ ৭৪
দুরন্ত ❒ ৭৫
প্রিয়তমা ❒ ৭৫
অবসরে এসে ❒ ৭৬
বায়না ❒ ৭৬
ওপাড়ে বন্ধুবাড়ি ❒ ৭৭
মরণের পরে ❒ ৭৭
আমার আকুতি ❒ ৭৮
খোলা জানালার ওপাড়ে ❒ ৭৮
লক আপ ❒ ৭৯
তরবারি সম্মান ❒ ৭৯
শ্রমিক ❒ ৮০
শিহানের ছোটবেলা ❒ ৮১
প্রতিবিম্ব ❒ ৮১
কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একা ❒ ৮২
নদী তীরের দৃশ্য ❒ ৮২
বহে মধুর মলয় ❒ ৮৩
আজিকার বাদলে ❒ ৮৩
মাথার স্ক্রু ঢিলা হলে বসন খুলে ফেলে ❒ ৮৪
আব চঞ্চল ❒ ৮৫
আহ্বান ❒ ৮৫
একদা যশোলায় নানা ❒ ৮৬
আমার দেশ ❒ ৮৬
নাশিদ বাবুর ইচ্ছে ❒ ৮৭
বৃষ্টি ভেজা মধুক্ষণ ❒ ৮৭
কাদম্বিনীকে মনে পড়ে ❒ ৮৮
যদি পাপড়ি ঝরে ❒ ৮৮
আমার শেষ বিদ্যাপিঠ ❒ ৮৯
পদ্ম পুকুর ❒ ৯০
আদ্রে মার্লোর আগমনে ❒ ৯১
মাতৃ গাঁও ❒ ৯২
৯৩ ❒ বারাঙ্গনা
৯৪ ❒ পল্লীবঁধু
৯৫ ❒ কন্যা দান
৯৫ ❒ মাকে মনে পড়ে
৯৬ ❒ মায়ার বাঁধন
৯৬ ❒ ঝরে অশ্রু তার তরে
৯৭ ❒ বসত বাড়ির আঙ্গিনা
৯৭ ❒ ভালোবাসা
৯৮ ❒ তবু লিখে যাব
৯৯ ❒ ঈদের খুশি
১০০ ❒ বিলেতি গাব গাছ
১০০ ❒ সোজাপথ
১০১ ❒ জোকার
১০২ ❒ কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
১০২ ❒ প্রলাপ
১০৩ ❒ অহর্নিশ
১০৩ ❒ লজ্জা
১০৪ ❒ জীবন মরণ
১০৪ ❒ খোলা বাতায়ন
১০৫ ❒ অবসরের বিলাপ
১০৫ ❒ জননেতা এস.হক
১০৬ ❒ বৃদ্ধ বয়সে
১০৬ ❒ গহনা
১০৭ ❒ সরোবরের স্বচ্ছ জ্বলে
১০৮ ❒ গাঁয়ের মায়া
১০৯ ❒ সন্ত্রাস
১০৯ ❒ মনে রেখো বন্ধুরা
১১০ ❒ ভাগারের প্রগতিরা
১১১ ❒ নির্দেশনা
১১২ ❒ ১৯৬৯
বেতারের সুফল ❒ ১১৩
কাবলিওয়ালা ❒ ১১৪
শেষ হলো সব জ্বালা ❒ ১১৫
নাতি নাতনি ❒ ১১৬
আমার ছোটবেলা ❒ ১১৭
গতিময়তা ❒ ১১৮
বাংলাদেশ ❒ ১১৮
শয়তানের হাসি ❒ ১১৯
মেঠো পথের বাঁকে ❒ ১১৯
শোভা সুন্দর ❒ ১২০
❒ ১২০ ধেয়ান
❒ ১২১ একুশে ফেব্রুয়ারি
❒ ১২২ শুধু তোমাকেই চাই
❒ ১২৩ তসলিমার পথচলা
❒ ১২৩ বাংলা ভাষা
❒ ১২৪ প্রতি রমজানে
❒ ১২৫ ঈদ উল ফিতর
❒ ১২৫ বিশ্ববিধাতা
❒ ১২৬ মায়ের মন
❒ ১২৭ বঁধু বকুল

প্রারম্ভ

প্রশংসা তোমার
স্বামী দিন দুনিয়ার
অশেষ দয়া তোমার
বিচারক হিসাব নেবার
তুমিই শ্রেষ্ঠ মার্জনার
চালক সরল পথে চালনার
নহে যে পথ আঁধার।

স্বরূপ

তুমি একক অদ্বিতীয়
কারোর মুখাপেক্ষী নও
তুমি স্রষ্টা নও সৃজিত
কেহ নেই তব সমকক্ষ।

সুপেয় সরাব

নিশ্চয়ই তোমার জন্য আছে স্বর্গের উদ্যান
সালাত ও সবুরে আছে কল্যাণ অফুরান
আব্‌তারদের জন্য আছে বেশুমার অকল্যাণ।

কালের শপথ

সময়ের কথা যদি বলি
সরল পথে যদি নাহি চলি
তবে আছে ভয় আছে সংশয়
যদি সত্য সুন্দরের পথে চলি
সহনশীলতার কথা বলি
তবে ভয় তাদের জন্য নয়।

হৃদয়ের আকুতি

হে সুন্দর -
সুন্দর কর আমার অন্তর
তুমি চির ভাস্বর আলোকময়
আলোকিত কর মোর অন্তর
হে সুন্দর।

হে অপরূপ -
দেখা দাও মোর অন্তরে
দেখি হৃদয় ভরে তোমার স্বরূপ
হে অপরূপ।

হে অন্তর্যামী -
তুমি এ মহাবিশ্বের স্বামী
তব কাছে করুণা কামনা করি
হে অন্তর্যামী।

মহাবিশ্বের বিস্ময়

বিশ্বের মহাবিস্ময়-
কোরআন মাজিদ পূর্ণ জীবন বিধান জড় জগৎময়
মানুষের তরে এ সংবিধান অকাট্য অব্যয়।

বিশ্বের মহাবিস্ময় -
এ গ্রন্থ অব্যয় অক্ষয় যা অন্য গ্রন্থের জন্য নয়
যদি মসির তামাম আচর নষ্ট হয় তবুও কোরআন অক্ষয়।

বিশ্বের মহাবিস্ময়-
এ গ্রন্থ একান্তই একমাত্র কণ্ঠস্থ অন্তস্থ করার মত একক
যা কোনো দিন পুনঃমুদ্রণে সংশোধন নাহি হয়।

বিশ্বের মহাবিস্ময় -
যা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত মানুষের অন্তরে রয়
অন্য কোনো পুস্তক কোনো দিনই কণ্ঠস্থ হবার নয়।

বিশ্বের মহাবিস্ময় -
যদি এ গ্রন্থ মহাস্রষ্টার সৃষ্টি নাহি হয়
তবে কীভাবে বিশ্বে একটি মাত্র গ্রন্থই অবিকৃত রয়!

তাই একটি মাত্র গ্রন্থই অক্ষয় অব্যয় যা মহাবিস্ময়
মানুষের তরে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত বেহেস্ত পাবার সনদ নিশ্চয়।

ভোরের আহ্বান

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বান
মিষ্টি মধুর ভোরের আজান,
এ গান সুস্বাস্থ্য পাবার গাত্রোত্থান
সুন্দর জীবন গড়ার খোদার বিধান।
অপকাজ নিপাত যাবার ভৈরবী আহ্বান
প্রতিটি স্তবকে আছে অর্থপূর্ণ কল্যাণ
এর বাস্তবায়নে দূর হয় অকল্যাণ
মানব জীবন হয় সার্থক,
পেতে হুর ও গেলমান।

সুফিজনের মরণ

কত সুন্দর তোমার মরণ
হে মহাজন তুমি সুন্দর,
তোমার জীবন তোমার মরণ
অনুসরণীয় অনুকরণীয় বলে অন্তর।
আলো দিয়ে গেছ ঘরে ও পরে
নিজেকে রেখেছ সুন্দর সবার উপরে,
আমি দেখেছি তোমার তপোবন
আলোকিত ছিল সারা দিনরাত সর্বক্ষণ।
সবার অগোচরে মনের তপোবনে
করেছ ধ্যান মনপ্রাণে অন্তরে অন্তরে
আমি দেখেছি তোমার মরণ
তাইতো রেখেছি তোমাকে স্মরণ।

ভৈরবী গান

শুনতে পাওকি মন মাতানো গান
হাবসি গোলামের ভোরের আজান,
বায়ু তরঙ্গে ভেসে আসে আহ্বান
ত্বরা করে ধাও- যদি শান্তি পেতে চাও।
বেহেস্ত পাবার নেয়ামত খুঁজে নাও
নবীর কদম পড়েছে যেখানে সেখানেই চলে যাও
হজ কর যাকাত দাও নামাজ পড় ধেয়ান কর
সুখ শান্তির অন্বেষণে নবীর সবক গ্রহণ কর।

আবেদন

গাহি তোমারই গান
তুমি রহিম রহমান
তুমি গাফ্ফার তুমি সাততার
তুমি অতীব মহান করতার।
আমি গুণাহগার
তোমার দয়া অপার
তোমার দয়ায় বেঁচে আছি দুনিয়ায়
তাই মম চিত্ত ব্যস্ত থাক তব বন্দনায়।
ক্ষমা চাহি প্রভু
তুমিই শ্রেষ্ঠ বিভু
আমি মাটির পুতুল শুধু করি ভুল
তুমিই চালক তুমিই পালক আমি আব্দুল।

প্রার্থনা

ইয়া এলাহি
সতত যেন তোমারই গান গাই।
ইয়া এলাহি
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন তোমারই গন্ধ পাই।
ইয়া এলাহি
দমে দমে যেন তব স্তুতি গান গাই।
ইয়া এলাহি
মরণের পর যেন তব দেখা পাই।
ইয়া এলাহি
শেষ বিচারে যেন পরম শান্তি পাই।
এটাই মোর অন্তিম প্রার্থনা
হে খোদা পাই যেন চূড়ান্ত মার্জনা।

স্বর্গ দর্শন

এ ধরাতলে খেয়ালের বশে যারা চলে
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যথিত হয় পলে পলে
প্রকৃতির বিধান মেনে যারা চলে
তারাই জীবনের সফলতা খুঁজে পায় ধরাতলে।
পৃথিবীর যত বিবেক চালিত মহামানবেরা বলে
সুন্দর ফসল ফলাও, সবাইকে নিয়ে খাও
বাস্তবে এ ধরাতলে স্বর্গ দর্শন করে নাও
তাবত জীবন সুখ ভোগ করে স্বর্গে চলে যাও।

জীবনের যত কথা

এসেছিনু ভবে কিছু করিতে
হয়ে গেলো দোষ ঘরে ও পরে,
বুঝে না বুঝে এই সংসারে
চলিয়াছি বেসামাল আস্ফালনে।
শিশুকাল মার্জনার কৈশোর লাগাম টানার
যৌবন সে তো পথ হারাবার
তারপরই সুপথ খুঁজে পাবার,
যদি তার ব্যত্যয় হয়
আছে ভয় আছে সংশয়।
তারপর একদা আসে জীবনে জরা
ভালমন্দ করার থাকে না ক্ষমতা
সরল পথে চলার আছে নীতিকথা
যদি নাহি মানি, চলি দিকহীন
তবে জীবন কোনো দিনই হবে না স্বপ্নরঙিন।

বেহালায়

ইয়া এলাহি
শুধু তোমাকেই চাই
ইয়া এলাহি
শুধু তোমাকে দেখিতে চাই
ইয়া এলাহি
তোমার সহবত চাই
ইয়া এলাহি
তোমাতে লীন হতে চাই।

প্রতিজ্ঞা

সত্যের পথে চলব
প্রলোভনে নাহি টলব
সত্য কথা বলব
উম্মাকে পায়ে দলব,
যদি না থাকে কোনো ভয়
সত্যের হবে মহাবিজয়।
গুরুজনেরা যাহা কয়
মেনে চলব নিশ্চয়,
তবেই জীবন সুখময়
সংসার সুন্দর হয়,
যদি না থাকে কোনো সংশয়
তবেই সত্য সুন্দরের হবে মহাবিজয়।

বেহালা

ইয়া এলাহি
তোমাকেই মনে মনে ভাবি
দেখা দাও প্রতিভাত হও
হৃদয় দর্পণে ছবি হয়ে রও
এ তৃষিতেরে দেখা দাও
তোমার রঙে মন রাঙাও।

করুণার ফল

সুন্দর এ ধরা তলে
কত শোভা জলে ও স্থলে
ফুল ও ফসলের মাঠে
সীমাহীন আকাশের নীলে।
চাঁদ সিতারা শোভা পায় আকাশে
শত জলজ প্রাণী বেড়ায় সাগর তলে,
ধবল তুষারের দেশে গিরি পর্বতে
বিরল প্রাণীরা হেসে খেলে আনন্দ করে,
আবার ধূলিঝড় বহে মরুঅঞ্চলে
বালির পাহাড় গড়ে শোভা বর্ধনে।
শত স্রোতধারা বহে এ ধরা বুকে
ফুল ও ফসলের তেষ্টা মেটানোর আয়োজনে
এতো শোভা এতো রূপ সুপেয় জল নানা ফসল
সবই আমাদের জন্য তোমার করুণার প্রদেয় ফল।

সুখ

এ ধরা তলে যদি সুখি হতে চাও
তবে আপনারে উজাড় করে দাও
অপরের দুঃখ সব ভাগ করে নাও
সুন্দর মনের প্রকাশ ঘটাও।
অসহায় প্রাণীদের একাত্ব করে নাও
যদি সুখের অনুভূতি পেতে চাও
যারা অপরের দুঃখে দুঃখি হয় ভাবনায়
তারাই সুখের নিবাস খুঁজে পায় দুনিয়ায়।

মার্জনা তব স্বকাশে

করেছি অপরাধ
জমেছে দিনরাত
আমি গুনাহগার
তুমি গাফ্‌ফার।
জীবন ভর এ ধরা পর
বুঝিনিকো সুন্দর অসুন্দর
খেয়ালের বশে অনুরাগে
হিসাবের খাতা ভরেছে অপরাধে।
জীবনের যত পাপকাজ
ক্ষমা করো মোর মোনাজাত
শেষ বিচার প্রান্তরের কথা ভেবে
আমি খুবই লজ্জিত অন্তরে অন্তরে
তাই তো তব স্বকাশে একান্ত মনে
অনুতপ্ত হয়ে মার্জনা যাচি সন্তর্পণে।

সিফাতে ফাতিহা

সুরাতুল ফাতিহা
সুরাতুস সিফা
সুরাতুল রাফিয়া
সুরাতুল কাফিয়া
সুরাতুল ওয়াফিয়া
ফাতিহাতুল কিতাব
উম্মুল কিতাব
উম্মুল কুরআন
সুরাতুস সালাত
কুরানুল আজিম
সুরাতুল হামদ।

হাসরের ময়দানে

সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
আমি গুনাহগার তোমার দয়া বেশুমার,
জীবনভর করেছি অপরাধ বার বার
বেলা শেষে ক্ষমা চাই পরওয়ার দেগার,
বুঝে না বুঝে ডুবে ছিলাম পঙ্কিলে
আজি জেনে গেছি ঋণগ্রস্ত আছি হিসাবে।
হে গাফফার হে সাততার
সীমাহীন অনাচার আমার
প্রতিভাত না হোক সামনে সবার
যেহেতু তোমার দয়া অপার,
শেষ বিচারে, হিসাব প্রান্তরের কথা ভেবে
আমি বড়ই লজ্জিত অন্তরে অন্তরে।
হৃদয়ের কথা, মরমের ব্যথা
প্রশমিত হোক, দূর হোক যাতনা
শুধু তুমিই জানো হে মহান আল্লাহ
কারণ তুমিই অন্তর্যামী ক্ষমা করনেওয়ালা।

তব স্বকাশে

ফুলের মত সুবাস দাও
ধুপের মত গন্ধ দাও
মোমের মত গলতে দাও
সবার জন্য করতে দাও
বাঁচার মত বাঁচতে দাও
মানুষ হয়ে মরতে দাও।

অপরূপ

আমি দেখেছি তুমি অপরূপ
সুন্দর তোমার মধুর স্বরূপ
তোমার এ সুন্দর দুনিয়া
সাজিয়েছ সুন্দর করে ফুল ফসল দিয়া,
এ সবই আমাদের করে
তোমার রহম ঝরে মোদের তরে।
একটা সময় আসে সবার জীবনে
খেয়ালের বশে হয়ে যাওয়া সব মনে পড়ে
আর সময় থাকে না শোধরাতে কোনোমতে
সে জন্যই অশান্ত মন ভরে উঠে হুতাশনে,
তাইতো জীবনের শেষে করেছি আত্মসমর্পণ
ক্ষমা করো অধমেরে হয় যেন সুখের মরণ।

১২ রবিউল আউয়াল

পৃথিবীর অবাক বিস্ময়
আজি ত্রিভুবন আলোকময়
মায়ের কোলে আসে এক শিশু
অমানিশারে করিতে জয়।
পাখিরা গেয়ে উঠে গান
আজি এসেছে এক মহাপ্রাণ
আহম্মদ মোহাম্মদ তাঁর নাম,
ধূলিময় আরব হলো পুত পবিত্র ধাম
বিশ্ব ভুবন পেল শেষ নবী মহান
মানব সমাজ পেল খোদার বিধান।

বিশ্ববিধাতা

হে সর্বশক্তিমান হে মহান, তুমি সর্বত্র বিরাজমান
করেছি অপরাধ মানিনিকো কোনো বাধ ও বিধান,
তুমিই চালক তুমিই পালক
আমিতো শুধুই ক্রীড়নক।
যেভাবে চালাও সেভাবেই চলি
তুমিই কর্মবিধায়ক আমি ক্রীড়নক,
অদৃশ্যে বসে চালাও পৃথিবী
হতবাক হয়ে বুঝি তব কর্মপরিধি।
তোমার আদেশ তোমার নির্দেশ বিধি ও বিধান
কোরআন হাদিসে আছে তার বিশদ ফরমান,
যদি চলি তব নির্দেশিত সুন্দর সোজাপথে
তবে আছে সুখ শান্তি অপার এই দুনিয়াতে।
তোমার আলোতে যদি আলোকিত করি মোর অন্তর
তবেই না দেখি এ ধরা ও ধরা বড়ই সুন্দর।

তসবি

অন্তরে অন্তরে মন ও প্রাণে
বিগলিত চিত্তে গান গাও
আল্লাহ তোমার স্রষ্টা মহান
রসুল তোমার পূজনীয় প্রাণ।
খোদার রাহে সেটাই বিধান
কালেমা কর কলবে ধেয়ান
কোরআন হাদিস জীবন বিধান
স্বর্গ পাবার শেষ ফরমান।

সুখের নিবাস

কত সুখকর তব অবদান
পুত্র কন্যা পরিবার শত সহস্র মমতা মাখান
উদার আকাশ অদৃশ্য বাতাস অগণিত প্রাণ
ফুল ফসলের তরে মাটির বিছান
এ সবই তোমারই দান তুমি বড়ই মেহেরবান,
চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি সুরুজের প্রখর তাপ তোমার অবদান।
হৃদয় গভীরে স্নেহের উত্তাপ
মায়াময় সংসারের মাঝে কেন বিলাপ
কেনইবা বেহুদা লাফ ঝাপ
যেখানে সত্য ও সুন্দরের অপলাপ
মিথ্যার বেসাতি শুধু নিত্যকার বস্তুবাদ
ছেড়ে দিতে হবে লাত, ওজ্জা ও মানাত
যাতে করে প্রবাহিত হয় সুবাতাস
তবেই ধূলিময় ধরা হবে সুখের নিবাস।

চরক পূজা

একদা ছোট বেলা
মুক্ত মাঠে খেলা
গড়িয়ে যেত বেলা
খেলা শুধু খেলা।
চৈত্র মাসের মেলা
বসতো সন্ধ্যা বেলা
যেতাম দেখতে মেলা
সাথে থাকতো চেলা।

তব গান

তোমারই গাহি গান
তুমি মহা মহীয়ান,
তোমারই গাহি গান
তুমি অক্ষয় অব্যয় অম্লান।
তোমারই গাহি গান
তুমি মহা মহিম অতি মহান
তোমারই গাহি গান
তুমি কত প্রিয়জন করেছ দান।
তোমারই গাহি গান
মোদের তরে এ পৃথিবী সুখের গুলিস্তান
তোমারই গাহি গান
কোনো দিন শেষ হবে না তব স্তুতি গান।

বেশুমার বিনিময়

মুসলিম দুনিয়াতে
প্রাচ্যে প্রতীচ্যে সর্বত্র ধরাতলে
বয়ে আনে সুষমা জাগরণে
সিয়াম সাধনা সর্বজনে।
ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে
পুলকে শিহরণে আনন্দ উল্লাসে
নীলাকাশে এক ফালি চাঁদ
নিয়ে আসে স্বর্গীয় আশীর্বাদ।
কালেমা, নামাজ, হজ, যাকাত
দৃশ্যমান সাক্ষী থাকে তার
কিন্তু রমজান-
কেউ নেই দেখিবার,
কথা আছে মহান আল্লাহর
দেয়া হবে যাযাহ বেশুমার।

করুণার দান

দিনে দিনমনি রাতে তারাভরা প্রশস্ত আকাশ
গভীর নিয়ামত ভরা অতলান্ত জলাধার
এ সবই তোমারই দান হে করতার।
সমতল বন্ধুর গিরি পর্বত টিলা পাহাড়
শ্যামল সবুজ বনবনানী এবং ফসলের মাঠ
এ সবই তোমারই দান হে মহাসম্রাট।
ভূমির তলদেশে তরল সোনা কঠিন হীরাপান্না
জলাধার তলে বেশুমার মণিমুক্তা খচিত শোভা
সবই তোমারই দান হে বিশ্ব বিধাতা।
সমতলে, বন্ধুর ভূমির উপর নানা ফুল ও ফসল
নদী খাল বিল সুমদ্রে ভেসে বেড়ায় সুদর্শন প্রাণীকুল বেশুমার
সবই তোমারই করুণার দান হে মহান জলিল জব্বার।

নির্দেশ

(১)
অতীতকে ভুলে যাও
যদি সুখ পেতে চাও
বর্তমানকে কাজে লাগাও
যদি ভবিষ্যত গড়তে চাও।
(২)
সুখ শান্তির মন্ত্র গাও
নিজের কথা ভুলে যাও
প্রেমিক হয়ে প্রেম বিলাও
মানুষ হয়ে পথ দেখাও।

বিলের নামে গ্রাম

আমাদের গ্রামখানি অতি মনোহর
ছায়াঘেরা পাখি ডাকা মনের মতন
মিলেমিশে থাকি হেথা শত শত জন
নেই কথা নেই ব্যথা সবাই আপন আপন।
মাঠ আছে হাট আছে, আছে দীঘি জলাশয়
ঋতুভেদে নানান খেলার মাতৃ নিলয়
বান আসে ধান আসে, আসে খরিফ ফসল
মধু মাসে গাছে গাছে আসে নানা ফল।
পাশাপাশি বাড়িগুলো মালার মতন
সেই গ্রামে বাস করে নানা গুণীজন,
বর্ষায় গ্রামখানি মাছের নিলয়, ফুটে শতদল
যার জলে খেলা করে নানা পাখি দল।
বিলের নামে গ্রামখানি ভাই সবাই ভালোবাসি
তেরিল্যা নামের গ্রামটি ভাই চল দেখে আসি।

বাংলাদেশের গান

বাংলাদেশ সাধের বাংলাদেশ
তার নদীর বুকে মিঠা পানি
ফুল ফসলের লক্ষ্মী রাণী।
বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ
তার স্থলের উপর শ্যামল সবুজ
জাগায় মনে গান সুমধুর।
বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ
তার মাটির নিচে বায়ু সোনা
টাকার দামে যায় না গোনা।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ
তার তরেই হোক জীবন মরণ
ধন্য হেথায় জন্ম গ্রহণ।

পৈতৃক ভিটা

একদা পড়শী ছিল শত আপনজন
ফালু জালু কালু ইয়াতন ছমিরন
প্রেম ভালোবাসা ছিল আমরণ।
এখন ভুলেই গেছে সেই পড়শী প্রিয়জন
একে একে সবাই চলে গেছে কালু সবশেষে
সময়ের ব্যবধানে বসতভিটা ছেড়ে চিরতরে।
মহাজনের নিপীড়ন অত্যাচার প্রতিরোধে
মান সম্ভ্রম বাঁচাবার কেউ ছিল না সেই গাঁয়ে
কয়েক দশক পরে মনের ভুলে
আসিয়াছে কালু ফিরে স্মৃতিময় তল্লাটে।
শত কথা শত ব্যথা দোলা দেয় অন্তরে অন্তরে
যদি ফিরে আসা যেত, মনে হয় বারে বারে
কালু বার বার ফিরে চায় যদি ফিরে আসা যায়
তারই ফেলে যাওয়া ছায়া সুশীতল পৈতৃক ভিটায়।

জন্মভূমি

এখানে বেহেস্তি নহর জলে শতদল
কোথা আছে এমন সুশীতল ছায়া সবুজ শ্যামল
কোথা ঝরে ঝরঝর জল- তরঙ্গ গানের বাদল
কোথা সতত বহে শত নদীজল কলকল ছলছল।
বঁধুয়ার কাঁখে কলসি, পায়ে বাজে মল
বুক ভরা শ্যামল সবুজ মাঠে সোনার ফসল
কোথা আছে এমন সমতল তরঙ্গ ভরা সমুদ্র অতল
সে তো মোদের বাংলাদেশ প্রিয় বাসস্থল।
কলকল ছলছল ছন্দ তুলে পাহাড়ী ঝর্ণা বহে অবিরল
শত পাখি দল সকাল বিকাল করে কোলাহল
ফুল ফল নানান খরিফ ফসল শত বনফল
বিশ্বের সেরা বনভূমি সুন্দর সমুদ্রতট ইলিশ অঞ্চল
কোথা আছে এমন নিয়ামত অঢেল দক্ষ জনবল
সে তো মোদের প্রিয় বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠ জন্মস্থল।

জাগো প্রিয় বন্ধুরা

পাখিরা গাহিছে গান
শুনতে পাওনিকো ভোরের আজান
হে প্রিয় তুমি কেন নিবে বদনাম?
পূর্বাকাশ আলোকময়
শিউলি কামিনী কেঁদে কেঁদে কয়!
খোল আঁখি পরান প্রিয়
চেয়ে দেখো সকালের আলো
কি সুন্দর আজি এ ভোরের আকাশ
অলস ঘুমিয়ে থাকার নেই কোনো অবকাশ ।

জনহীন আম্রকানন

শ্যামল সবুজ মাঠের শেষ সীমানায়
পাশের গাঁয় বনবীথি বাগিচায়
চক্ষু জুড়ায় যে মেঠো পথ নিয়ে যায়
ঐ গাঁয়, ছোট বেলায় বন্ধু সভায়
কথা ঠিক হয়, জৈষ্ঠ্য মাসের সকাল বেলায়
আম খেতে হবে সবে মিলে গিয়ে ঐ গাঁয়।
থোকা থোকা আম ঝুলে আছে হলুদ বরণ গায়
ছোট্ট বেলায় দুরন্ত প্রবল বাসনায় আম খাওয়ায়
ছুটে চলার পথে মূল্যহীন কথায় মন হারায়
ছোট ছোট কথা বিনিময় হাসি আর ঠাট্টায়।
পাকা আমের বৃন্ত বিচ্ছিন্ন হয় দমকা বায়
মাঝে মধ্যে কাক যদি বৃন্তে ঠোঁট লাগায়
ধুপ ধাপ আম ঝরে পড়ে গাছের তলায়
কত মজা তায় দৌড়ে গিয়ে ধরায়,
সে সব গল্প কথা রচিত হয়েছিল ছোট বেলায়
এখন সময় কাটে জীবনের হিসাব গোনায়।

আবদার

সখিনা বিবির একমাত্র ছেলে এসে
বাহির দরজায় দাঁড়ায় মিষ্টি হেসে
বলে মধুর সুরে - বড় মামা আমি আসিয়াছি
এইতো সেদিন, ঈদের বাকী আছে কয়েক দিন,
অনেক অধিকার তার আমি মামা তার
জানি না কোন পুরুষের এমন আবদার!
হৃদয়ভরা ভালোবাসা, অনেক আশা নিয়ে আসে
আমরাই অস্থায়ী নিবাসে দিন মজুর ছিল ছোট কালে
আমাদের সবার অতি আপনজন
রহিজউদ্দিন এখনও প্রিয়জন,
দুই জ্যৈষ্ঠ বিচ্ছিন্ন করে গেল বন্ধন তার
আর দাঁড়াবে না এসে মিষ্টি হেসে করে আবদার।

ভৈরবী লগনে

আজি এমন বর্ষার দিনে
কোনো সুখ নাই মনে
প্রিয়তম তুমি কত দূরে
বেহালা বাজে না যে!
আমি একা বাতায়ন পাশে
ছর লাগিয়ে আছি তারে
আঙ্গুল লাগাই বারে বারে
ভৈরবী সুর বাজাবো সঙ্গীতে!
কথা দিয়েছিলে সন্ধ্যাতে
অভিসার হবে কদম্ব তলে
সবার জাগার আগে
তোমাতে আমাতে আগত প্রভাতে
ভৈরবী সুরে গান হবে
মধুর মধুর আলাপনে।

এসো ফাল্‌গুনে

শরত বিদায় হেমন্ত আঙ্গিনায়
শুষ্ক আঁখি পল্লবে জল দেখা যায়
হেমন্তের হিম হিম স্নিগ্ধ বায়
উচ্চকিত মন কার ভাবনায়!
আমার পিয়ার চোখের তারায়
জল ছলছল বিরহ বেদনায়,
একদা রাখি বন্ধন হয়েছিল স্নেহ মমতায়
শীত শেষেই বসন্ত আসবে ধরায়।
আগত বসন্তের ফাল্‌গুনে বিরহ শেষে
সুখের ঘর বাঁধিব দুজনে ভালোবেসে
ফুল ফুটবে বনে বনে সুখের বসন্তে
তোমার ভালোবাসা ধ্বনিত হবে কুহুকূজনে।
আগত ফালগুনে বাসন্তি রঙের শাড়ি পরে
চলে এসো প্রিয়তমে তব কাঙ্ক্ষিত অঙ্গনে।

সুখের সন্ধানে

ফুল হয়ে গন্ধ বিলাবো
বন্ধু হয়ে ভালোবাসা দিবো
প্রেমিক হয়ে প্রেম বিলাবো
শেষে পক্ষী হয়ে উড়ে যাবো
মুক্ত বায়ে পাখা মেলে দিবো
পরম সুখের সন্ধানে মৌমিতা হবো।

আশীর্বাদ

শত কথা মনে পড়ে
চোখ উঠে জলে ভরে
হারানো কথা মনে পড়ে
ব্যথায় হৃদয় বিদরে।
শিশুকাল ছিলাম স্নেহডোরে
দুরন্ত কৈশোরে বন্ধুদের বন্ধনে
স্বপ্নময় যৌবনে প্রেমিকার সন্ধানে
ঘুরে বেড়িয়েছি পথে প্রান্তরে।
তারপর বাঁধিয়াছি ঘর
বুঝিয়াছি কে আপন কে পর
স্বপ্নময় মায়াজালের সংসারে
কিছু দুঃখ কিছু সুখ মনে পড়ে
তুবও কোনো অভিযোগ নেই তনুমনে
ভালো থেকো সবে মিলে সুদৃঢ় বন্ধনে।

ভৈরবী

চোখটি মুদিয়া তোমাকে ভাবিয়া
যদি চেয়ে দেখি অপূর্ব অপ্সরী
আসিবে সাজিয়া দাঁড়াবে হাসিয়া
তুমি অপরূপ সুন্দরী প্রেমময়ী সুপ্রিয়া
গানে গানে প্রাণে প্রাণে অনুরাগে
তুমি আসো প্রিয়তমে মোর অঙ্গনে
পায়ে মল লালপেড়ে শাড়ি পরে
গান গা'ব প্রাণভরে দুজনে ভালোবেসে।

সর্ম্পক

মানুষ মানুষকে মনে রাখে
কথায় কাজে আচরণে এবং আদান প্রদানে
নতুবা মানুষ নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুড়ে
আদিকাল হতে এটাই নিয়ম চলে আসছে সংসারে
স্রষ্টা এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে
মানুষ মানুষে অন্তরঙ্গ বন্ধুজনে
যেমন ছেলে- মেয়েদের সাথে বাবা মায়ে
যারা ব্যত্যয় করে হক আদায়ে
তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বন্ধনে
এটাই নিয়ম আত্মীয় স্বজনে এবং বন্ধুজনে।

নির্মল বাতাস

স্নিগ্ধ আলোয় ভোরের হাওয়া
লাগলে গায়ে প্রাণ জুড়াবে
ঠান্ডা মাথায় ভোর সকালে
পড়তে বসো মনের সুখে।
রপ্ত হবে কঠিন সবক
জ্ঞানী হবার পাবে নিয়ামক
লেখাপড়ায় করবে যতন
ধন্য হবে মনের মতন।

প্রত্যাশা

যার- ভূমিষ্ঠ হবার ক্ষণে
স্বর্গ সুখ এসেছিলো বিবাহ বন্ধনে
প্রত্যাশিত শিশু এসেছিলো ক্রোড়ে
আনন্দ উল্লাস ধ্বনিত হয়েছিল সংসারে
গেয়েছিলো পাখি, ফুটেছিলো ফুল গুলবাগে,
উভয় কুলে প্রত্যাশিত শিশু আগমনে।
যার- শিশুকাল কোলে কোলে অতি স্বযতনে
যার কৈশোর সখাদের সনে উন্মুক্ত খোলা প্রান্তরে
যৌবন কেটেছে সুপ্রিয় বন্ধু বান্ধবের বন্ধনে
বন্ধন এসেছিলো সংসারে স্বজনের সংস্পর্শে।
তারপর- সুখময় সংসারে সুখ এলো স্বজনের কুহুকূজনে
পৌঢ় বয়সে সফলতার ফসল এলো ঘরে
ফলে- বৃদ্ধ বয়সে সব অর্জন দিয়ে যাব অকাতরে
ঘরে ও পরে সব মানুষের কল্যাণে।

সীমাবদ্ধতা

এ কেমন প্রত্যাশা, কেমন অভিলাষ হে
শুধু তুমিই গন্ধ নিবে ফোটা ফুলে
থাকবে না কোনো অভিলাষ তার গন্ধ বিলাতে
আর কারো তরে ভালোবেসে বন্ধু প্রিয়জনে।
শোনো প্রিয় বন্ধু হে প্রিয়তমে-
এ কেমন অভিলাষ শেষ বিকালে
বাঁধিয়াছ প্রেম বন্ধনে অকারণে
ফুটিতে দাও না গন্ধ বিলাতে
মুক্ত বায়ে সর্বজনে অকাতরে
গন্ধ কি ধরে রাখা যায় বন্ধ নিলয়ে।

সুকণ্ঠী নজরুল গীতির গায়কের জীবনালেখ্য

অসম প্রেম বন্ধনে বাঁধিয়াছে যারা ঘর
বিশ্ব দেখেছে পরিণতি তাদের বড়ই নড়বড়
ধর্ম অধর্ম ভেদাভেদ যদি কর বর্জন
প্রকৃতির নিয়মেই পরাজিত হবে ব্যর্থ হবে তব অর্জন।
এমনি করেই ভব সংসারে নিন্দিত হয়েছে অনেক কীর্তিমান
বুঝে না বুঝে দোষ দিয়েছে বিধাতারে হয়ে ম্রিয়মাণ
সত্য সুন্দর সুবোধ অন্তর বিকশিত করে যদি বাঁধো ঘর
সুখ শান্তির সুখের মলয়ে ভরে যাবে তব অন্তর।

শ্যাম সঙ

কত রঙ কত ঢঙ
সাজে সঙ শ্যাম সঙ
বহু রঙ উড়ে চঙ
যদু জঙ রাগে টঙ।
বাড়ি তার বুড়ি চঙ
মনে তার রঙ ঢঙ
শ্যাম সঙ ঋতু মুরঙ
হেঁটে চলে বুড়িচঙ।
দেখে নিবে রঙ ঢঙ
হাসি খুশি ঋতু মুরঙ।

চন্দনার বন্দনা

চন্দনা হেঁটে চলে
একা একা কথা বলে
পথে যেতে ফিরে চায়
গুনগুনি গান গায়।
চুলের গোছ পিছে দোলে
ছন্দ তোলে পায়ের মলে
হাওয়ায় উড়ে ওড়না তার
বাহারী বসন চন্দনার।
দিনগুলো যার শুধুই মধুর
বাতাস যেন গন্ধ বিধুর
রঙিন স্বপন চোখের তারায়
ধন্য হতে সাধ ভালোবাসায়।

অ- ঈ

অলিরা ঘুরে বেড়ায়
ফুলে ফুলে মধু খায়,
আল্লাহর দুনিয়ায়
শান্তি আছে মদিনায়,
ইসমে আযম খুঁজে নাও
যদি বেহেস্ত পেতে চাও,
ঈদের খুশি মজা ভারি
হিসেব নিকাশ আছে জারি।

চৈত্রের দুপুরে

ছেলে মেয়ের দল
খেলতে যাবি চল
ছাতিম গাছের তল
বাজিয়ে পায়ে মল।
ছেলে মেয়ের দল
ত্বরা করে চল
ছাতিম গাছের পাতা
ভর দুপুরে ছাতা।
ছেলে মেয়ের দল
ছায়ার তলে চল
চৈত্র মাসের দুপুরে
প্রাণ থাকে না অন্তরে।
ছেলে মেয়ের দল
ফুল কলিদের দল
সবাই মিলে চল
ছাতিম গাছের তল।

প্রেমপত্র

সুদৃঢ় হোক বন্ধন মম
কম্পিত হোক চিত্ত
গ্রন্থিত হোক পুষ্প সম
তোমার আমার চিত্ত।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট রাত ১১-৪৫ মি. প্রিয়তম স্ত্রীকে লেখা পত্রের শেষ স্তবক।

মন উচাটন

প্রস্তাব

বাঁশরি বাজাও
ফিরে ফিরে চাও
কাকে তুমি চাও
মোরে নিয়ে যাও।
ও বাঁশিওয়ালা
তুমি কার লাগিয়া
বাঁশরি বাজাও
কেন ফিরে চাও।

সম্মতি

আমি উচাটন
কাঁপে মোর মন
আমার হৃদয়
করেছ হরণ
করেছি স্মরণ
করো না বরণ।

বন্ধন

ভব সংসারে হার জিত সংশয় আছে ভয়
অপলক আঁখি মেলে দেখি হয়ে তন্ময়-
শত সুধা মায়াময় সংসারে প্রিয়জন মধুময়
আগত দিনে যদি সবে মিলে হয় মধুর সুধা বিনিময়
সেই তো বেঁচে থাকার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন
দারা পুত্র পরিবার সবাইকে নিয়া যদি হয় দৃঢ় বন্ধন।

হাসি আর বাসি

জানি না কোনো মধুক্ষণে
ভালোবাসা হয়েছিলো দুজনে
পাড়া গাঁয়ের মেঠো পথে
দেখা হতো পথ চলিতে।
তুমি ধেনু চড়াতে মাঠে
আমি যেতাম ছল চাতুরিতে
দিগন্ত জোড়া খোলা প্রান্তরে
ঘুরে বেড়াতাম একসাথে।
তোমার হাতে ছিল বাঁশের বাঁশরি
আমার মুখে ছিল মায়া মায়া হাসি
বাঁশি আর হাসি তুমি আর আমি
আমার ভালো লেগেছিল তব বাঁশি
তোমার ভালো লেগেছিল মোর হাসি
তাইতো দুজনা দুজনাকে ভালোবাসি।

ফাল্গুনি বাও

দমকা হাওয়া পাতা ঝরায়
কিশালয় এসে কেশর দোলায়
সবুজের সমারোহে মন ভরে যায়
এমনি করে বসন্ত আসে বাঙলায়।
বনে বনে পাখি গান গায়
বসন্তে কোকিলের ডাক শোনা যায়
পত্র পল্লবের এই বাঙলায়
বসন্ত বাউরি আগমনী গান গায়।
বাসন্তি রঙের শাড়ি, আলতা পরে পায়
ললনারা স্বাগত জানায় ঋতুরাজকে এই বাঙলায়।

পথে হলো দেখা

পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালে হেসে
প্রথম কথা- আমাকে তোমার ভালো লাগে
তারপর ধীরে ধীরে কথা হলো দুজনে
প্রেম বন্ধনে ভালোবাসা হলো দুটি প্রাণে।
আজি গোধুলি বেলায় এসে
তব কথা মনে পড়ে বারে বারে
শত মধু কথা জাগে স্মৃতি পটে
তোমাকে নিয়ে যেতাম মধু অভিসারে।
আজ তুমি নেই মোর ধরণীতে
একদা তুমি ছিলে মোর বাহু বন্ধনে
এখন শুধু স্মৃতি হয়ে আছো অন্তরে
ছবি হয়ে আছো দূর নীলিমাতে।

বন্ধুবরণ

কাজল কালো চোখের মিষ্টি হাসির অন্তরালে
চুলের ঝালর ঝুলানো ভালের চক্রবাঁকে
কপালের লাল গোলাপি টিপের দু'ধারে
হাসিন গালের অগভীর টোলের বোলে
কি কথা কয় গোলাপি অধরের অমলিন হাসি
কার তরে - জ্যোতির্ময়ী সাজিয়াছে উর্বশী।
মনে রঙ দেহে ঢঙ চলিয়াছে হেলেদুলে
সরু মেঠো পথে মধুময় গোধূলি লগনে
পায়ের মল হাতের কাঁকন ছন্দ তোলে
দোপাট্টা উড়ে ঝিরিঝিরি মৃদুমন্দ বায়ে
পথের সাথে কুলুকুলু সুরে নদী বয়ে চলে
উড়ে চলে মন - কখন হবে বন্ধু বরণ
বৃথা যেন না হয় আজিকার এই মধুক্ষণ।

বংশধারা

বছর বছর নেগেটিভ
একটি শুধু পজেটিভ
এটা বড়ই কষ্ট
নিয়ম নীতি স্পষ্ট।
নেগেটিভ বিদায় কর
পজেটিভটাই বুকে ধর
কথা মত কাজ হলো
সবার কথা ভুলে গেলো।
বারবনিতার নাতি
সেইতো গোরের বাতি
অন্য সবাই দূরে যাক
নাতির মাথায় মস্ত টাক।
বড় লোকের চিহ্ন টাক
শেষ পুরুষটাই বেঁচে থাক
এটাই ওদের বংশধারা
হকদারদের ধার ধারে না।

গানের ওপাড়ে

ও প্রিয়া তব লাগিয়া
মন কাঁদে ব্যাকুল হিয়া
তুমি কোন সুদূর গিয়া
ডাক দিয়ে যাও রহিয়া রহিয়া
দূরে নাকি কাছে কোথা বসিয়া
হরিয়া নিয়াছ মম হিয়া।

বংশগতি

লোকে ওদের ভালোবাসে না
তাতে ওদের যায় আসে না,
ওদের মত ওরা গড়ে নতুন ধারা
ধোঁয়াশা সৃষ্টিতে বড়ই পটু তারা।
বসতবাড়ি রেজিস্ট্রি পাড়া
ঘর বাঁধলো চৌধুরী পাড়া,
প্রথম পুরুষ বাঁধন হারা
ঘরের লক্ষ্মী বারবনিতা।
লোকের চোখে বনেদী তারা
নেশার ঘোরে বেঁহুশ তারা
বাড়ি আছে চৌধুরী পাড়া
বাস করে সে অন্যপাড়া।
মধ্য পুরুষ লেখাপড়া
ধরে রাখে বংশ ধারা
কাজ করে সে মাছিমারা
লোকে জানে অন্যটা।
বাপের বাড়ি চৌধুরী পাড়া
ইষ্টি করে সে খান পাড়া
খান পাড়ার ইষ্টি
তাদের কাছে মিষ্টি।
শেষ পুরুষ ধান্দাবাজ
সেও করে বাপের কাজ
ফন্দি ফিকির অনেক করে
অন্যের ধানে গোলা ভরে।

প্রভাত সমীরণ

শরীর জুড়ায় হিমহিম বায়
প্রভাতের লাল গোলাপি আলো আভায়
ফিঙে পাখি গান গেয়ে যায়
জেগে উঠার সানাই বাজায়।
দিগন্ত রেখার রঙের খেলায়
আলো আঁধারের মেঘ উড়ে যায়
ভোর সকালের স্নিগ্ধ বায় সুধা বিলায়
সারা দিনভর দেহমন সজীবতা পায়।

যে পথ হয়ে গেছে হারা

তোমাকে হারিয়েছি
মনের গভীর নিকষ আঁধারে
খুঁজে ফিরি দ্বার হতে দ্বারে
দেশ হতে দেশান্তরে সুমদ্র সৈকতে।
মিছে শুধু পথ চলা-
আনমনে বাচালের মত কিছু বলা
মনের আরশিতে ছবিটা শুধুই সান্ত্বনা
যদিও জানি তুমি কোনো দিন আসবে না।
অথচ একদা কত চঞ্চলা তুমি তনুলতা
শত কথা শত স্বপ্ন মধুর স্মৃতি কথা শুধুই সান্ত্বনা
নির্জনে তুমি আর আমি হেঁটেছি অনেক গোধূলি বেলা।
আজ যে পথ হয়ে গেছে পথেই পথহারা।

ফিরে আসো তুমি

গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ি গেলে চলে
বাসি ফুলের মালাটা দিয়ে বলেছিলে
ভালো থেকো-
আবার দেখা হবে ছুটি শেষে
তোমাতে আমাতে কোনো এক শুভক্ষণে।
পথে যেতে যেতে ঝরা ফুল তব পদতলে
কেঁদেছিলে পথে যেতে যেতে
বাসি ফুলগুলো ব্যথা পেলো বলে।
শুধু ভাবনা আসবে কি ফিরে প্রেমবন্ধনে!
অপেক্ষা আজন্ম তোমার প্রত্যাবর্তনে
আজও প্রহর গুণে চলেছি শেষ অবধি
যদি অপ্রত্যাশিত ফিরে আসো তুমি
অবুঝ মন কেবলই ছুটে চলে নিরবধি
জানলে না- আমার পৃথিবীতে তুমি শুধু তুমি।

ভালোবাসা

তোমাকেই ভালোবাসবো প্রিয়তমা
আকাশের তারা সাগরের জল মাটির বুকে বনলতা
যেভাবে বেঁধেছে একে অপরে আপনারে নিয়া
তারারা হাসে বনলতা সাজে তরঙ্গ জলে ছন্দ তোলে
আমি তাই হবো তোমার লাগিয়া ভালোবাসিয়া।

পরী প্রাসাদ

সুরম্য অট্টালিকার সিংহদ্বার হতে বেরুলে
ঘন ছায়াবিথি মাঝে এসে পথ হারালে
মনের যত ব্যথা না বলা শত কথা
শেষটা বলা হলো না -
শুধু দূর হতে দূরে পথ চলা
পিছনে ফেলে আসা শত সুখের বাসনা
মনে মনে কেবলই ভালোবাসা ভালোবাসা
মনের গভীরে শত বঞ্চনা আর অবহেলা।
কোথায় জীবনের শেষ তা কেউ জানে না
ভালোবাসা কেবলই প্রখর রৌদ্র তপ্ত পথে হেঁটে চলা।

হেমনগর পরীপ্রাসাদের দক্ষিণ পাশে ফুল ফল এবং বনজ গাছে ভরা বন বিথিকার আঁকাবাঁকা পাকা পথের চোরা গলিতে হারিয়ে যেতে হতো অজান্তেই। আজ পুরোটাই সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলেজের খেলার মাঠ।

খাঁচার দুনিয়ায়

বনের পাখিরে রেখেছি খাঁচায়
সারাক্ষণ সে বাহিরে বেরুতে চায়
পাখা মেলিবার নিষ্ফল কামনায়
সে ভুলেছে গলা সাধিতে বিহান বেলায়।
সবে মিলে বৃক্ষ শাখায় মুক্ত বায়
সখিকে খুঁজে আর পাখা ঝাপটায়
অভিসার হয় কি কভু বন্ধ খাঁচায়
এমনি করে বাক স্বাধীনতা পরাভূত দুনিয়ায়।

কথা বলো না দুহিতা

মধু মাস প্রায় শেষ
ভুলে গেছি বেমালুম
তাইতো তুমি রাগ করেছ
এখনই তা বুঝতে পারলুম।
চোখ তোল কথা কও
হাত পাতো নিয়ে নাও
ফলগুলো মুখে দাও
হেসে দাও কথা বাতাও।
বুঝতে পারিনি তুমি এত অভিমানী
সব ভুলে যাবে তাও জানি
আমিই হেরে গেছি আদুরে মাতা
তুমি মোর স্নেহের দুহিতা সঙ্গীতা।

প্রিয়তমা

স্মৃতির গবাক্ষপথে দূরে বহুদূরে
শত ছবি উঠে ভেসে
কাছে দূরে স্থলে জলে ও অন্তরীক্ষে
মধুময় সুখের সঙ্গীতে।
তোমাকেই মনে পড়ে বারে বারে
তব ছবিই ভরে আছে মোর অ্যালবামে
তুমি সাগরের জলে মধুর সঙ্গীতে
তারা ভরা রাতের আকাশের নীলিমাতে।
বসুন্ধরার চোখ জুড়ানো দৃশ্যপটে
গ্রীষ্মে ধরিত্রীর খরতপ্ত পিপাসিত হুতাশনে
বর্ষার শাপলা শালুক ডাহুকের ডাকে
শরতের ভেসে বেড়ানো শুভ্র মেঘে
হেমন্তের শিশির ভেজা মেঠো পথে
শীতে রৌদ্রতপ্ত শীত বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে
বসন্তের সুবাসিত পুষ্পিত হৃদয়ের জাগ্রত দ্বারে
শুধু তোমারই কথা মনে পড়ে হৃদয় গভীরে।

রাজলক্ষ্মী

রানী তোমাকে খুঁজি তপ্ত হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে
লোকালয়ে জনারণ্যে প্রাচীরঘেরা পল্লীতে
ঝিলিমিলি রাতের আলো- আঁধারে।
রানী তোমাকে নিয়ে কথার মালা গাঁথি
তুমি মোর ডার্কলেডি দুর্লভ রাজলক্ষ্মী
স্বপ্নভরা ফুল শয্যায় লাজুক- লতা অপ্সরী।
রানী তোমাকে খুঁজি শাহজাহানের তাজমহলে
মরুঝড়ে গড়া বালিস্তুপের পরতে পরতে
মেঘবরণ কেশবতীর নিতম্বের বিপরীতে,
রানী তুমি তেমনি থাকো প্রিয়তমে
যেমনটা ছিলে একদা যৌবনে।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাড়ি যাবার পথে যার নিকট হতে একটি বকুল ফুলের মালা কিনেছিলাম স্নাতক পড়া অবস্থায় ঘাটাইল বাসস্টপে। তখন তার বয়স ৭-৮ বছর। ছিপছিপে কালো তন্বিতনু দেখতে মিষ্টি, খুবই সুদর্শনা।

আমরণ বন্ধু

তুমি চলে গেলে সফেদ বসন পরে
দূর হতে দূরে দৃষ্টির অগোচরে-
অজানা দেশে যেখানে যোগাযোগ নাহি চলে
শুধু প্রত্যাশা ভালো থেকো বন্ধু হে!
সময়ের বাস্তবতা শেষে প্রৌঢ়তার কাছাকাছি এসে
নীরবে নিঃশেষে চলে গেলে স্বপ্নপুরীর দেশে
ভাবিনি কখনো এতো তড়িঘড়ি করে চলে যাবে
অনেক কথা বলার ছিল বন্ধু হে!
তোমার সাজানো বাগানের ফুলের সুবাস
বহতা নদীর মতো প্রবাহিত থাক
চারিদিকে অকাতরে সুবাস বিলাক
চিরদিন বেঁচে থাক তব অভিলাষ।

বাল্যবন্ধু মো. শামছুল হক তালুকদার ২৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তার স্মরণে। সে এবং আমি আমার গ্রামের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের মূল ভূমিকায় কাজ করতে চেষ্টা করেছি।

তৃপ্তির ঘুম

মৃত্যু তুমি এপার ওপারের সেতুবন্ধন
বদ্ধ খাঁচা হতে মুক্ত হবার বন্ধু প্রিয়জন
মায়াময় পৃথিবীর ক্রমাগত দরপতন
শুধু হুতাশন ব্যথা অকারণ শত জ্বালাতন
পলে পলে অশান্ত করে জীবন
সবশেষে তৃপ্তির ঘুম নিয়ে আসে মরণ
পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ হয়ে আসে যবে অকারণ।
তুমি এসো বন্ধু, নিভিয়ে দিও প্রাণের স্পন্দন।

ফুল ফুটেই ঝরে

হৃদয়ের অকম্পিত তারে কম্পন এসেছিল বারে বারে
হৃদয়ের গুলবাগে ফুল ফুটেছিল অনুরাগে
হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের হয়েছিল লেনাদেনা
যদিও ক্ষণকাল তবুও ব্যাকুল হয়েছিল হিয়া।
হৃদয় দর্পণে এখনও অমলিন তোমার বদনখানা
ওগো প্রিয়তমা খুঁজি সান্ত্বনা তুমি তো রাতের হাসনাহেনা
তোমার সুবাসে মাতাল বাতাস আমিও ছিলাম সারারাত
তুমিও এসেছিলে হেনার মতই ঝরিয়া পড়িতে আসিতেই প্রভাত।
মনে মনে ভাবি হে ফুলরানী কত সুন্দর তুমি তাই
আহত পাখির মত পালক ঝরাই তোমাকেই খুঁজিয়া বেড়াই।

জাতীয় কবি

হে নজরুল
তোমায় বিনীত নমস্কার
তোমার লেখা পড়ে
মনে হয় জানি না এ- কার ও- কার
তাই তোমায় নমস্কার।
জীবনের সবক্ষেত্রে গিয়া
লিখে গেছ সকল কিছু নিয়া
যতই পড়ি ততই অবাক হই
যদি নাহি পড়ি বঞ্চিত রই।
তুমি ধুমকেতু বাঁধন হারা ছন্নছাড়া
পাগল পারা ঘুরে বেড়িয়েছ সারা বাঙলা
তুমি বিদ্রোহী সমাজসেবী মানবতাবাদী প্রেরণার ছবি
তুমি সাম্যের তুমি মানুষের, তাই তুমি জাতীয় কবি।

বৃন্তের বিলাপ

জীবন্ত পৃথিবীর প্রশস্ত বাগে
কলি আসে ফুল ফুটাতে
সুগন্ধে অনুরাগে ফুলবাগে
সৌন্দর্যে ভ্রমরের মন ভোলাতে
পরে ফুটন্ত ফুলের পাপড়ি ঝরে
বৃন্ত মূল্যহীন হয় ফুল বিহনে।

যৌবন তুমি নিওনা বিদায়

একদা ভরা যৌবনে
ভালো লেগেছিলো পৃথিবীকে
মনের হরষে
তোমার পরশে
ফুল ফুটেছিলো থরে থরে।
আমি শুধু তাই
মনে মনে চাই
তুমি যৌবন নিও না বিদায়
তোমার বিয়োজনে ভাবী ফাল্‌গুনে
ফুল ফুটবে না আর মোর গুলবাগে।
তোমার আগমন
পুলকিত করেছিলো মন
তাইতো ফুল ফুটানোর তোমার আয়োজন
বহতা তটিনীর মত প্রবাহিত থাক
যত দিন দেহে থাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

সান্তার গায়ে হলুদ

রাতের নিভাঁজ আঁধার প্রাসাদের ছাদ লোকহীন
হঠাৎ করেই বিজলি এলে আলোর ঝলকে হলো রঙিন
তারপরই দলে দলে চলে এলো বন্ধুজন
পরনে হলুদ শাড়ি আজ হলুদের শুভলগন
মাতামাতি কথার বেসাতি আজ নাচনের দিন
তারপর নাচ আর গান পরিবেশ হলো স্বপ্ন রঙিন,
আগত রাত হবে ফুল শয্যার মালা বদলের দিন
মন উচাটন বড়ই ব্যাকুল, তর সহেনা কখন আসবে ঐ দিন
তবেই না মধুর রাত্রি আসবে ক্ষণ নব বঁধুর
দোহে মিলে ফুলশয্যায় শুলে বিবাহ হবে মঞ্জুর।

স্মরণীয় বরণীয়

মানুষ হারিয়ে যায় অজানায়
কিন্তু কেহ কেহ থেকে যায় স্মৃতির পাতায়
যাদের হাসি কান্না জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথা বেদনা
লেনাদেনা প্রেম ভালোবাসা আশা নিরাশা
বাতাসে ভেসে বেড়ায় শিস দিয়ে যায় -
রেখে যাওয়া অনুজেরা হৃদয় তন্ত্রীতে খুঁজে পায়।
মহাজাতকেরা তাদের কৃতকর্মে বেঁচে থাকে উজ্জ্বলতায়
মহাপাতকেরা নিন্দিত হয় গল্প কবিতায়-
এমনি করে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপরপ্রান্তে
কিছু আদম সন্তান প্রাতঃস্মরণীয় হয় বন্দনায়।
আর কিছু নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুড়ে হারিয়ে যায় অজানায়
হিসাব নিকাশ করে দেখ না ভাই কারা চির ভাস্বর এই দুনিয়ায়
তাই বলি আমি তুমি সবে কেন হারিয়ে যাব অজানায়
চল না আমরা সবাই কাজে কর্মে চির ভাস্বর হই বন্দনায়।

বাদলা দিনে

একদা বাদলা দিনে যৌবনে
হাতে বেহালাটা নিয়ে আনমনে
ভাবিতাম তোমাকে প্রিয়তমে
হাত লাগিয়ে সুরের ভুবনে
ঘুরে বেড়াতাম স্বপনের দেশে।
বন্ধ দুয়ার খুলে সুর ঝংকারে
হারিয়ে যাবো দোহে -
সবার যখন অলস সময় কাটে
মনটা আমার থাকতে চায় না বাটে।
সুরের মূর্ছনাতে মধুর বরিষণে
বৃষ্টি বরণ হোক না প্রাণে প্রাণে
সুর সোহাগের আলাপনে
হোক না মিলন গানে।

শরতের বিলাপ

ভরা ভাদরে থেকে থেকে বারি ঝরে
একা একা বসে বাতায়নে যাকে মনে পড়ে
সে কি বনবিহারিনী হরিণী চকিত চঞ্চলা
নীলাকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের ভেলা
যাকে ছোঁয়া যায় না বাহুডোরে বাঁধা যায় না
তবুও তাকে ভালো লাগে বাসিতে ভালো অকারণে।

ধানমন্ডির পুরানো ১৯ এ

অর্ধ শতাব্দী পরে আজ অপরাহ্নের কোনো এক শুভক্ষণে
দেখা হবে বেদ সংখ্যাতে প্রিয় বন্ধুজনে
ধানমন্ডিতে পুরাতন এক কম কুড়িতে।
মণিমুক্তা হীরা আর আমিতে
শ্রীহট্টের চৌধুরী ও মানিকগঞ্জের মনিতে
কপোতাক্ষ পাড়ের শামিমে আমরা একত্রে।
অনেক বছর পরে আমরা বন্ধু ছিলাম বলে
একদা মনিহার চত্বরে যৌবনে
শিক্ষানবিশ ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।
কত শত কথা কত রঙ তামাশা ছিল নানা খেলা
আজ অনেক বছর পরে জমবে কি মেলা সন্ধ্যাবেলা
প্রতিজ্ঞা আমার- চেষ্টা করবো অতীতে ফিরে গিয়া
আজিকার চা চক্রে সবে মিলে পিছনের গল্প নিয়া
চৌধুরীর চেহারা মনির বব কাটিং এর উচাটন হিয়া
সেই স্মৃতিগুলো যা কোনো দিনই ভুলা যায় না।
আজ কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।

সন্ধ্যা আরতি

একে একে সবে গেল চলে-
তুমিও পিছনে ফেলে গেলে মোরে ধরাতলে
গেঁথেছিলে মালা মোরে দিবে বলে
পারনিকো পরাতে গলে বাঁধিতে প্রেম বন্ধনে।
তাই ভেবে মরি তোমাকে স্মরি প্রিয়তম
চলে গেলে অভিমানে ধূপধূয়া সম
তোমার প্রেম বিরহ ব্যথা কাতর হিয়া
মরমে মেরেছে আঘাত হে মরমিয়া।
শুধু একা একা ভাবি দিবস রজনী নিরবধি
আমি গাইব কবে শেষ গান, দিয়ে সন্ধ্যা আরতি।

অপাঙক্তেয়

নেই কোনো সহায় সম্বল
শুধু আছে কিছু আঁখিজল
অসহায় পরিচয়হীন অতি দীনহীন
নেই কোনো আপনজন তাই পরাধীন।
শুধু কেঁদে মরে সারা রাত দিন
কেহ ছিল না আপন কোনো দিন
নাহি বাবা নাহি মাতা পরিচয়হীন
লোকে বলে অপাঙক্তের সারা রাত দিন।
কিবা করার আছে তার-
তাইতো কাজ করে খায় এ দ্বার ও দ্বার
শুধু আছে বদনাম নেই কোনো দাম
সবার কাছে একটিই 'বুয়া' তার নাম।
একদা সোনালি আঁশ ক্ষেতের গভীরে গহনে
তাকে খুঁজে পেয়েছিল এক কৃষকের ছেলে।

বাসর রাতে

কেন আঁখি ছলছল
বল বল মুখে বল
ফুল শয্যার এই রাতে
চোখের কাজল ভিজে গেল যে!

হাতটি রাখ আমার হাতে
গোমরা কেন এই রাতে
অনেক কথা বলার আছে
শুধু শুধুই ভাবছ যে!

ঘোমটা খোল আঁখি তোল
মিষ্টি হেসে কথা বলো
বদনখানি বাড়িয়ে বল
জড়িয়ে ধরো প্রিয়তম।

ভৈরবী

ঘুম আসে নাহি আঁখি পাতায়
রাত পোহায়ে যায়
শুধু তোমারই ভাবনায়
অভিসার হলো না সেই বেদনায়
চাঁদ ডুবে যায় জ্যোৎস্না বিদায়
মোর আঁখি পাতে অশ্রু ঝরায়
তোমাকে না পাবার বেদনায়।

সহ অবস্থান

বলাকারা ভেসে বেড়ায় অসীম নীলিমায়
বাতাসে দোল খায় পূর্ণ স্বাধীনতায়
তেমনই ক্রোমোজম সুন্দর ভঙ্গিমায়
ঘুরে বেড়ায় বেলুনের মত অন্ধ খাঁচায়।
বাইরের যত আঘাত শত সংঘাত
উপরের তলদেশ নিয়তই সহ্য করে দিন রাত
ধীরে ধীরে নিয়ম নীতি ধরে সবশেষে
ভ্রূণ অঙ্কুরিত হয় অথবা জাইগট আসে রূপে।
নিয়ম নীতির অনুসরণে
ফুল হয় ফল ও ফসলে
সরল রেখা ও চক্র বলয়
কীভাবে এক হয় যা পৃথিবীর মহাবিস্ময়।

বিরহ

ব্যথার মালা গেঁথে
বসে আছি যে
কবে তুমি এসে
বলবে একটু হেসে
দুঃখ করো নাকো
একটুখানি হাসো।
আসো তুমি কাছে
থাকবে সদা পাশে
বিপদ কেটে যাবে
তুমি আমার ব্যথার কারণ যে!
তোমার ভালোবাসা
জাগায় মনে আশা
জীবন তরীর পালে
বাতাস লাগে যে!

অনুরাগ

তোমার পরশে
মনের হরষে
ফুল ফুটেছিল গুল বাগে
প্রেম এসেছিল তনু মনে
তুমি নাই
কিছু নাই
তোমার বিয়োজনে
সুখ নাই মনোবনে
আঁখি ঝরে ক্ষণে ক্ষণে
খুন করে অন্তরে।

চির যৌবনা রমা

তুমি অপরূপ খুবই সুন্দর রূপালি প্রেক্ষাগৃহে
চলনে বলনে বেশ ও ভূষণে এবং অভিনয়ে
তুমি রূপশুষমার অনন্য এক মহারানী ধ্রুবযাত্রী
দেহ ভঙ্গিমায় চোখ ইশারায় অসামান্য এক অভিনেত্রী।
তুমি চির দিনের চির হাসিন ছায়াছবিতে
হারিয়ে যাওনি আজও রূপ ও বানীতে
তুমি যেমনি ছিলে একদা যৌবনে
তেমনটিই রয়ে গেলে জীবনের শেষে।
তুমি অপরূপ চির যৌবনা রূপবতী উর্বশী
তোমার ক্ষয়িষ্ণু দেহ বিবর্ণ মুখচ্ছবি কেউ দেখেনি
তুমি ছিলে তুমি আছ সবার ভালোবাসা নিয়া
রূপ ও বানীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা নায়িকা।

গোধূলি বেলায়

একটা সময় আসে
কেউ থাকে না পাশে
সবাই সবার কাজে
সময় থাকে না যে।
কাজ থাকে না হাতে
পুঁথি পড়ার থাকে
জ্যোতি যায় উড়ে
পুঁথি যায় দূরে।
জরাজীর্ণ জীবন
উড়ন্ত হয় মন
কিছু করার নাই
তসবি পড় তাই।

শিশু আগমন

ছোট্ট তোমার দেহ
ছোট্ট আমার গেহ
আসলে অনেক পরে
আঁধার গেল সরে।
মিষ্টি তোমার হাসি
বাজলো গৃহে বাঁশি
কাজল কালো আঁখি
কোথায় তোমায় রাখি!
তুমি এলে ঘরে
আত্মা এলো ধরে
বাবা মায়ের আশা
দিব স্নেহ ভালোবাসা,
মানুষ হবে ভালো
ঘরটি হবে আলো।

বাঁধন হারা

মাধবীলতা জড়িয়ে থাকে মমতায়
শোভা বাড়ায় ভালোবাসায় যে তার সহায়
অবলম্বন করে যাকে তারই সৌন্দর্য বাড়ায়
নিজ অঙ্গ সাজায় ফুলের শোভায় যাকে জড়ায়।
যদি ভুলে যায় যে তার সহায় শুধু অবহেলায়
তবে সে মুখ থুবড়ে পড়ে বন্ধন হারায়
তেমনই সংসারে অবলম্বনকারীকে যদি কেউ ভুলে যায়
যদি বন্ধন হারায় দুনিয়ায় তবে পথ থাকবে না তার পথ চলায়।

বিদ্রোহ কবিতা অবলম্বনে

আমি চঞ্চল পথভোলা অর্বাচীন
বাঁধা বন্ধনহীন মুক্ত স্বাধীন।
আমি বাঁধনহারা ছন্ন ছাড়া
উন্মাদ আত্মভোলা পাগলপারা।
আমি ঘূর্ণী সদাই ছুটে বেড়াই
জল ও স্থল সবই মাড়িয়ে যাই।
আমি ধেয়ে চলি চূর্ণ করি
গিরি পর্বত ঊষর মরুভূমি।
আমি অশান্ত প্রাণবন্ত দুর্দান্ত
অশান্তরে করি নিমিষেই শান্ত।
আমি বেদুইন চেঙ্গিস কালাপাহাড়
অত্যাচারের প্রতিকারে মহা জুলফিকার।

দুরাশা

যত পাও আরও চাও
অকারণে ব্যথা পাও
যাহা পাও বুঝে নাও
খুশি হয়ে গান গাও।
ধন জন যদি পাও
তবু শুধু আরও চাও
যাহা পাও তাহা নাও
সুখে দুঃখে গান গাও।

বাবা

বাবা কথাটি বেজায় ব্যাপক
সীমা নেই তার অসীম তক -
ঝড় বাদলে ছাতার মতন
রৌদ্র তাপে গাছের মতন
আগলে রাখে মনের মতন
দেখলে বদন জুড়ায় মন।
দুঃখ কষ্ট জীবন মরণ
সদাই যদি করি স্মরণ
রাখলে স্মরণ ভরবে মন
দৃঢ় হয় পারিবারিক বন্ধন,
স্নেহ মমতায় ভরায় মন
কেউ নেই ভুবনে বাবার মতন।
রোগ শোকে যাহার যতন
বাঁচায় পরান ভরায় মন
এ ধরা তলে বাবার মতন
কেহ নেই অমন অসীম আপন।

দুটি কথা

সত্য কথা বলা
সরল পথে চলা
ছোট্ট দুটি কথা
চল যদি যথা
ধন্য হবে তুমি
দিশারি হবে তুমি।
নমঃ তোমায় নমঃ
তুমি অতি প্রিয়তম
বিশ্ব জগৎ তথা
থাকবে নাকো ব্যথা
স্বস্তি সুখ শান্তি
ধরা দিবে প্রশান্তি।
ধন্য হবে বিশ্ব
আমি তব শিষ্য
আমি এবং তুমি
তুষ্ট তুমি আমি।

মিনির আকুতি

সোহাগী প্রাণীর প্রাণের আকুতি
দৌড়ে আসে কাছে- করে মিনতি
বুঝাতে চায় ও বড়ই অসহায়
খেতে পায়নিকো প্রাণ যায়।
গত কয়েকদিন কেউ ওকে খেতে দেয়নি
চুরিও করতে পারেনি, কেউ খবরও রাখেনি
তাইতো দৌড়ে এসে অচেনার কাছে মিনতি
কিছু খাবার দাও না ওগো পথচারী।
ওতো বেওয়ারিশ বিড়াল মিনি নাম যার
ওরা অসহায় প্রাণী, তৈরি করতে পারে না খাবার।

আহ্বান

(১)
ভোর সকালে উঠে যাও
লেখাপড়ায় মন দাও
বইগুলো হাতে নাও
সময় মত স্কুলে যাও।
খেলাধুলা বিকালে
সুস্থ থাকবে তাহলে
তাড়াতাড়ি খাবার খাও
সন্ধ্যা পরেই ঘুম যাও।
(২)
ঘুমের চাইতে নামাজ ভালো
জেগে উঠো আসছে আলো
ভোরের হাওয়া পরম দাওয়া
সুস্থ জীবন হোক না চাওয়া।
সকাল বেলার লেখাপড়া
স্মৃতির পাতায় লাগবে ত্বরা
অলস হলে আসবে জরা
ব্যর্থ জীবন ব্যথায় ভরা।

আদর্শ জীবন

শিশু কালে খেলাধুলা
যেতে পারে সারাবেলা
বাল্যকালে লেখাপড়া
নাহি করলে ব্যর্থ তারা।
সময় থাকতে জীবন গড়া
তা না হলে কাঁদবে ত্বরা
লেখাপড়া করবে যারা
সোনার দেশ গড়বে তারা।
সময় মত লেখাপড়ায়
ছবক আছে জীবন গড়ায়।

উপদেশ

বাল্যকালে দীক্ষা নাও
বয়স বাড়লে শিক্ষা দাও
দীক্ষা নাও শিক্ষা দাও
সর্বজনে আলো দাও।
বুঝে শুনে পথ চল
সত্য কথা সদাই বল
জীবন যদি গড়তে চাও
জ্ঞানী জনের সঙ্গ নাও।
বিবেক বুদ্ধি যাদের নাই
সুখের নাগাল তাদের নাই
দুঃখের কথা ভুলে যাও
প্রাপ্তিটাই বুঝে নাও।
নিরাশ যারা দুনিয়ায়
কেঁদে কেঁদে দিন যায়।

আধুনিক সমাজ

ঢাকা শহর
সব পাকা ঘর
হেথা যাদের নিবাস
চেনে নাকো পাশে কার বাস।
যার যার তার তার
কেউ কারোর ধারে নাকো ধার
গড়ে না সমাজ
ঘরে পড়ে থাকে লাশ।
পচে যখন ঘর গন্ধে ভরে
পথিকেরা তখন খবর করে
পুলিশ এসে নিয়ে যায় লাশ
এখানে মানুষ নামের প্রাণীরা করে বসবাস।
এটাই আধুনিক সমাজ
যাকে বলে হৃদয় হীনতার স্বর্গবাস।

আঁখিজল

এ মায়াময় সংসারে
আছে সংঘাত নর- নারীতে
নর নাহি কাঁদে বেদনাতে
নারী আঁখি জলে ভাসে অকারণে।
অযথাই দুজনার সংসারে
সোরার প্রভাব পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
রোম আগুনে পোড়ে একই কারণে
নানা কথা আছে তার অন্তরালে।
মনের অব্যক্ত যাতনায় সিদ্ধান্ত হীনতায়
নিরু বাঁশি বাজায় যদি কোনো সমাধান পাওয়া যায়।

যৌবন তুমি চির নবীন

একদা ভরা যৌবনে
ভালো লেগেছিল পৃথিবীকে
মনের হরষে
তোমার পরশে
ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
আমি শুধু তাই
মনে মনে চাই
তুমি যৌবন নিওনা বিদায়
তোমার বিয়োজনে মোর ধরণীতে
ফুল ফুটবে না আর মোর গুলবাগে।
তোমার আগমন পুলকিত করেছিলো মনবন
অপার আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল তনুমন
তাই তোমার পরশ সদা অব্যাহত থাক
যত দিন মোর দেহে থাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

ছোট গাঁ

এই যে ছোট্ট গাঁয়
জন্মে ছিলেম হায়!
শেষ প্রহরে বিদায় বেলায়
মনটা আমার বড়ই ব্যাকুল তায়।
মেতেছিলেম খেলাধুলায়
তা কি ভুলা যায়।
যাই গো চলে যাই
মনে রেখো তোমরা আমায়,
এই যে আঙ্গিনায় আগ প্রহরে ছোট বেলায়
ছিলেম আমি বহুবিধ গল্প কবিতায়।

এপাড় বাঙলা ওপাড় বাঙলা

সা- রে- গা- মার রঙ্গ মঞ্চে
অভিনেতা নির্বাচনে
হাসি আর গানে
তুমি আমি শতজনে।
এপাড় ওপাড় বাঙলার সবে
সেতু বন্ধনের এক মঞ্চে এসে,
আত্মীয়তার মধুর বন্ধনে
পালে হাওয়া লেগেছে।
তরী এগিয়ে চলে সম্মুখে
হালে নাগাল নাহি পায় জলে
তবুও গান গাইব ঐকতানে
প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজনে।

ডাক্তার

ডাক্তার অবতার
রুগীদের পাশে দাঁড়াবার
সেবক সদা মানবতার
অসুস্থ মানুষের সুস্থতার।
ডাক্তার স্বস্তিদার
রুগীদের কষ্ট দূর করার,
ডাক্তার সবার
জানবাজ পাহারাদার।
ডাক্তার সবার
সুস্থ থাক দিনরাত,
সেই ডাক্তার
মানব কল্যাণ ব্রত যার।

একদা কৈশোরে

একদা বাতাস ছিল গন্ধময়
তোমার চলা ছিল ছন্দময়
তোমার সুবাসিত চেনা দেহ
ছিল মোর কাছে খুবই মধুমোহ।
ওগো প্রিয়তমা একদা কৈশোরে
ছিল আনাগোনা তমাদের গুলবাগে
ঘুরে বেড়াতাম প্রজাপতি পাখা মেলে
ফুলে ফুলে হেসে খেলে।
গুল বাগের ঐ চেনাজানা পথে
ফুলের গন্ধ নিতাম লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে
মাঝে মাঝে বাহুডোরে এনে
নিবিড় আলিঙ্গনে কথা হতো কপোত কূজনে
ফেলে আসা স্মৃতিময় ভালোবাসা লীলা- খেলা
প্রেম গাঁথা হয়ে আছে জীবন সায়াহ্নে গোধূলিবেলা।

কেয়ার সুবাস

গাঁয়ের মেঠো পথে
দল বেঁধে যেতে যেতে
ছিল আনন্দ শত
সে সব এখন গত।
স্কুলে যাবার পথে
কলাবতি ফুল ছিল দু'ধারে
তারপর কেতকির কাছে গেলে
সুগন্ধে নাসারন্ধ্র ভরে যেত হরষে।
এখন সে সব কথাই মনে পড়ে
চোখ উঠে জলে ভরে
কি সুন্দর ছিল ছোটবেলা
করেছি শুধু ছেলে খেলা
কেয়ার ফাগে মুখ রাঙাতাম
জড়াজড়ি করে মন ভরাতাম।

বায়ুর ভালোবাসা

গ্রীষ্মের গরম বায়
শরীরে ঘাম ঝরায়,
বর্ষার প্রবল বায়
পাল তোলে নৌকায়,
শরতের ঝাপটা বায়
ঝর ঝর বৃষ্টি ঝরায়,
হেমন্তের হিমেল বায়
আমাদের শরীর জুড়ায়,
শীতের শীতল বায়
জড়াজড়ি করি মমতায়,
বসন্তের শুষ্ক বায়
গাছের পাতা ঝরায়,
এ সবই সম্পন্ন হয়
বাতাসের মমতায়।

মেঘ

আকাশের গায় দূর নীলিমায়
মেঘ বালিকারা ঘুরিয়া বেড়ায়
পথ ভোলা পথিকের ন্যায় খাবি খায়
পবন বালকের চোখ ইশারায়।
মৃদুমন্দ বায় তারা ভাসিয়া বেড়ায়
উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের ন্যায় ফিরে ফিরে চায়,
নীল আসমানের সীমাহীন আঙ্গিনায়
কখনো তৃষিত আবার কখনও ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়,
মেঘ বালিকারা রঙ বদলায় ঘুরিয়া বেড়ায়
ময়ূরপঙ্খীর ন্যায় পবনের প্রেম ও ভালোবাসায়।

ঘর বাধার পদাবলি

তরঙ্গের মত চলে জীবন
শেষ পতনেও দমে না মন
উত্থান পতন জীবন মরণ
স্মরণে আসে না অবুঝ মন।
তরলমন আসে যৌবন
দিক পাল্টে যায় হয় পতন
মনের অজান্তে যদি ভুল হয়ে যায়
থাকে না প্রতিকার করিতে সেই অন্যায়।
এমনি করে বারে বারে
ভুল হয়ে যায় সংসারে
কাঁধে কাঁধে পড়লে জোয়াল
সুষম ভাবে পড়বে ফাল।
ভালো চাষে ভাল ফসল
মিশে না কভু তেল ও জল।

নানজিবা

গুড নাইট বাই বাই-
এখন রাত দশটা চল ঘুমাতে যাই,
কাল বিকাল বেলায় আসো- বেড়াতে যাই
বৈকালী, জ্যোৎস্না সরোবর যে কোনোটাই
তোমার যেটা ভালো লাগে সেটাই।
আমার ভালো লাগবে তোমার ভালোটাই
তোমার উঁকি ঝুঁকি লুকোচুরি সবটাই
আমার ভালো লাগে তোমার বাই বাই
প্রতি দিন সারা দিন মাঝে মাঝে তুমি তাই
মধুর আলাপনে উঁকি দিয়ে যাও নানুভাই।

কিছু কথা

(১)
ভাল মন্দ আর্য অনার্য
প্রাচ্য প্রতীচ্য ধার কর্জ
যদি না বুঝ তার অর্থ
তবে নিন্দিত হবে- তুমি ব্যর্থ
(২)
মায়ের মতই মাটি
সোনার মত খাঁটি
বাবার মত ভাত
রাত হবে না প্রভাত
বাবা মায়ের সংঘাত
দিন দুপুরে রাত
সংসার সুন্দর হয়
যদি পরিবারে বন্ধন রয়।

সাত সংখ্যা উপহার

সাত ঘূর্ননে তওয়াব হয়
সাত দৌড়ে ছায়ি হয়
সাত পাকে বিয়ে হয়
সাত সমুদ্র বিশ্বময়।
সাত ডট এ অংক হয়
সাত রঙে ধেনু হয়
সাত আসমান সবাই কয়
সাত দোজখে আছে ভয়।
সাত দিনে (এক) হপ্তা হয়
সাত বচনে (সুরা) ফাতিহা হয়
সাত আয়াতে শুরু হয়
সাত বাক্যে সিদ্ধি হয়
ধেয়ান কর জীবনময়
থাকবে নাকো কোনো ভয়।

হাসনা হারিয়ে গেছে

মনে পড়ে-
সেই ভোর সকালে
সবার জাগার আগে
ঘুম থেকে উঠে হাসনাকে নিয়ে
সরকার বাড়ির কুল বরই কুড়াতে হবে
ভয় শুধু যদি আগে কেউ গিয়ে থাকে
তবে দিনটাই পণ্ড হবে, কুল খাওয়া নাহি হবে
সেই ভোর সকালে
চুপি চুপি ফুপি ডাকে
কাকু, তাড়াতাড়ি করে উঠো
পাশের বাড়ির হাবু আগেই জাগে
যদি কুলগুলো সব নিয়ে যায় আগে ভাগে
বড়ই কষ্ট হবে, কারণ কুলগুলো বড়ই মিষ্টি লাগে।
সেই ভোর সকালে এক কনকনে শীতের রাতে
হাসনা ফুপির সাথে গিয়ে কুল কুড়াতে
একদা দাদীর বাপের বাড়ির দেশে
অনেক বছর পরে সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে
ভোর সকালের হাসনা ফুপি কোথায় হারিয়েছে।

মমপাড়া গাঁও

কত সুন্দর অতি মনোহর
জলে ভাসা শতদল মনের মতোন
তেমনই মোর গাঁখানি ছবির মতোন,
নানা রঙে নানা সাজে রাঙা লাজে নববঁধুর মতোন।
বর্ষাজলে টইটম্বুর চারিদিকে ঢেউ খেলে ছলাছল
শরতে চারিপাশে ফুটে ফুল ভাসে ফসল এবং শতদল
হেমন্ত সরিষার ফুলে হলুদ বরণ করে শোভাবর্ধন
যদিও শীতে কাতর তবুও গাঁখানি খরিফ ফসলে সবুজবরণ
বসন্তে পাতা ঝরা শেষে ফুল ফুটে পাখি গান গায় এই পাড়া গাঁয়
ইদানিং গ্রীষ্মেও বনরাজি ফসলের মাঠ সবুজে একাকার হয়ে যায়।

গানের পাখি শাহনাজ

গানের রানী ও মনোহারিনী
তোমাকে ভুলতে পারিনি
তোমার সুললিত কণ্ঠের গান
ভরাতো মন জুড়াত পরাণ।
হে সুদর্শনা গানওয়ালী
তুমি মোর হাসিন হেমামালিনী
তোমার নাসিকার উর্ধ্ব আরহ
সমুদ্র তক বিরহ প্রবাহ।
সাগরের মতই সুন্দর ললাট
তোমার নাসিকা ললাটে ভরাট
সব মিলে তুমি অপ্সরী
বলো না তোমাকে কেমনে ভুলি!
গেয়েছ বাংলাদেশ জীবন- মরণ
তাইতো তোমাকে রেখেছি স্মরণ।

সাঁঝ বেলা

নদীতটে বালু চরে
বসে একা জাল বুনে
মনে পড়ে কত কথা
হৃদে ভাসে শত ব্যথা।
গান গায় ছেড়ে গলা
মনে পড়ে ছোট বেলা
ছিল সুখ শুধু খেলা
বাঁধা নেই সারা বেলা।
এই বেলা নেই খেলা
আছে শুধু গলা সাধা
কাজ নেই হাতে কোনো
আছে শুধু জাল বোনা
এই ভাবে দিন যায়
জাল বুনে গান গায়।

মনে পড়ে

মনে পড়ে ছোট্টবেলার কথা
এখন শুধুই বাজে মরমে ব্যথা
সারা দিনমান খেলা আর খেলা
টের পাইনি কখন গড়িয়ে গেছে বেলা
মায়ের বকুনি বাবার শাসন
কিছুতেই রুখতে পারেনি অশান্ত মন।
গ্রীষ্মের দুপুরে গাবফুল খুঁজে ফেরা
শরতের নৌকায় চড়ে এগাঁও ওগাঁও করা
হেমন্তে সোনালি ফসলের ক্ষেতে ঘুরাফেরা
শীতের মিষ্টিরোদে পিঠা-পায়েস খাওয়া
বসন্তে শিমুল ফুলে মস্ত মালা গাঁথা
এসবই ছোট্ট কালের কথা
মনে পড়ে আর মরমে বাজে ব্যথা ।

পথহারা

রঙ্গমঞ্চ পৃথিবী-
বহুরূপী শত শত নট- নটী
অভিনীত হয় নাটক বাহুমুখী
জীবন প্রবাহ ভিন্নমুখী,
শত আশা- নিরাশা হাসি- কান্না
খেলা চলে, নেই কোনো মানা
খেয়াল খুশি গোলক ধাঁধা
তারই মাঝে সব কিছু বাঁধা।
অবাক পৃথিবী-
অনেক আশা অনেক নিরাশা
খাবি খায় পথ হারা
পথ ভুলে যায় যারা,
এখানে অথৈই পাথার
কূল নেই পাড়ে যাবার
বাতিঘর যাদের চোখে পড়ে না
তারাই পথহারা।

তোমাকেই মনে পড়ে

স্মৃতির গবাক্ষপথে দূরে বহুদূরে
শত ছবি ভেসে উঠে
দূরে কাছে স্থলে আজ অন্তরীক্ষে
মধুময় সুখের সঙ্গীতে
তোমাকেই মনে পড়ে বারেবারে
তোমার ছবিটি ভরে আছে অ্যালবামে
তুমি আছ জলতরঙ্গে সঙ্গীতে
বসুন্ধরার চোখ জুড়ানো দৃশ্যপটে
গ্রীষ্মের নব নব সবুজ পত্র পল্লবে
বর্ষার শাপলা-শালুক ডাহুকের ডাকে
শরতের শ্বেতশুভ্র ভেসে বেড়ানো মেঘে মেঘে
হেমন্তের শিশির ভেজা মেঠোপথে
শীতের রৌদ্রতপ্ত শীতবস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে
বসন্তে সুবাসিত পুষ্পিত হৃদয়ের জাগ্রত দ্বারে
শুধু তোমারই কথা মনে পড়ে।

অদৃশ্য দর্শন

এই না সুন্দর ভুবন 'পরে
যখন খোদার রহম ঝরে
তোমার মাথার পরে
অবুঝ যারা বুঝতে নাহি পারে
বোদ্ধারাই শুধু বুঝতে পারে
বিবেক বুদ্ধি দিয়ে।
আচম্বিত যখন খাবার আসে ঘরে
হঠাৎ করেই সম্মানিত হয় যদি সংসারে
অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায় কেমন করে?
যদি কেবল খোদার রহম থাকে তোমার 'পরে
চোখ মেলিয়ে দেখো
চিন্তা করে দেখো-
এই বিশ্বভুবন পরে
ঝর্না ধারার মত রহম ঝরে।

দুরন্ত

দস্যি ছেলের দল
বসে গাছের তল
পিয়ারা চুরি করে
খাচ্ছে মজা করে।
পিছন পিছন এসে
মুচকি একটু হেসে
দলপতি বলে-
পিয়ারা কোথায় পেলি?
সাহস বেশি তোদের
পিয়ারা গাছটি মোদের।
পিটনি খাবার ভয়ে
কিছু নাহি কয়ে
দৌড়ে পালায় তারা
ওরাই বাঁধন হারা।

প্রিয়তমা

রাগ

হে সুন্দর তব বিরহের উদ্ভ্রান্ত ভ্রমণ
হাতের কাঁকন পায়ের মল বাজে ঝনঝন
কার জন্য উচাটন অপরূপ প্রিয়তমা
সে তো আমারই লাগি জানি অনুপমা।

অনুরাগ

এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াই
প্রিয়ারে আমার খুঁজিয়া বেড়াই
স্মৃতির ফিতায় টিপ দিয়ে তাই
পুরানো দিনের কথা মরমে সাজাই
মরমে মরমে স্মরিয়া স্মরিয়া
বাঁশের বাঁশিতে বাঁশরি বাজাই।

অবসরে এসে

এটাই জীবনের বাস্তবতা
শুধু একটানা পথ চলা
শিশু কিশোর যৌবন শেষ বেলা
যখন কাজ থাকে না তাই হতাশা।
কখন জীবনের জীবন থাকবে না
তা কেউ জানে না, তাই অতীত কথা
শত ব্যথা শত কথা ফেলে আসা ব্যস্ততা
অবসরে এসে হয়ে যায় স্মৃতি কথা।
মনে পড়ে স্নেহ ভালোবাসা মেলামেশা
শেষ জীবনে কথা বলার কেউ থাকে না
তাই বসে বসে শুধু অতীত কথা বলে চলা
তার কিছু ভালো লাগে কিছু ভালো লাগে না।

বায়না

ছোট বোন আলীয়ানা
ধরে শুধু বায়না
লুকোচুরি খেলে নানা
খুঁজে তারে পায় না।
এটা দিবে সেটা দিবে
তবু সেটা দেয় না
তাই ভেবে আলীয়ানা
দুধ ভাত খায় না।
দাদা কই দাদু কই
মোকে এনে দাওনা
তবে আমি ভাত খাব
ভাইয়া তুমি যাও না।

ওপাড়ে বন্ধুবাড়ি

দোলে বিনুনি যেন সর্পিণী
নিতম্ব উপরি কাপে ধরণী
বিজন গহনে উদাসী তরুণী
নূপুর বাজিয়ে একা চলে সুন্দরী।
ধিতাং ধিতাং বোল তুলি
কোথা যায় মৃদুমন্দ ভাষিণী
মুখে মধু হাসি আনত আঁখি
সামনে ধীরে বহে চঞ্চল তটিনী।
পাড় হলে প্রিয় বন্ধু বাড়ি
এখন হয়ত বন্ধু তাকে মনে রাখেনি
ঐ যে মধুর ফেলে আসা স্মৃতিময় দিন রাত
তবুও অভিলাষ এক বার তার সনে সাক্ষাৎ।

মরণের পরে

বসে বাতায়নে মনে মনে ভাবি
স্মৃতির ফিতা ঘুরে নিরবধি
দিন হতে দিনে মাস হতে মাসে
ফি বছর শত ঘটনা প্রবাহে।
আমি তুমি সবে এ বিশ্ব চরাচরে
কত ভালো মন্দ তুলাদণ্ডের বিচারে
করেছি অপরাধ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে
কিছু তার গোচরে কিছু অগোচরে।
কিন্তু মনের মুকুরে তা সবই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে
শেষ বিচারে সবার সম্মুখে যদি ফিতা ঘুরে
উন্মোচিত হয় যদি তব অপরাধ বারে বারে
তবে কেমন হবে যা করেছ ভব সংসারে।
তাই যদি ভালো হয়ে চলি, সত্যকথা বলি
তবে কীসের ভয়, নেই সংশয় চেতনার হবে মহাবিজয়।

আমার আকুতি

আমি নাচার গুনাহ্‌গার
উন্মুক্ত তব দয়ার দুয়ার
তব আকাশ বাতাস রাতের অন্ধকার
সবই মোদের তরে নিয়ামত অপার।
আমি অসহায় নেই কোনো সহায়
শুধু তোমারই করুণায় বেঁচে আছি দুনিয়ায়,
আমি আমাতে বড়ই অসহায়
পাখা ঝাপটাই বন্ধ খাঁচায়।
ইহকাল হতে মুক্তির বাসনায়
তোমারই স্বকাশে চেয়ে আছি হায়,
যবে নির্দেশ হবে তায়-
আমি ফিরে যাব তব আঙ্গিনায়।
এ ধরা হতে শান্তিময় বিদায় চাই
হে খোদা পরকালে যেন স্বস্তি পাই।

খোলা জানালার ওপাড়ে

পিচঢালা পথের ওপাড়ে
দাঁড়িয়ে (ছোট্ট) মিষ্টি বন্ধু হে-
আহ্বান করলে রাখি বন্ধনে
বেঁধে নিলে স্নেহডোরে।
ফুটফুটে ছোট্ট বন্ধু হে-
'নানা' বলে ডাকলে যে!
কাঁচা স্বরে স্পষ্ট করে
ডাক দিলে কোন অধিকারে?
আমি হারিয়ে গেলাম তাতে।
ভালোবাসা হলো দুজনাতে
স্নেহ নিও ভালোবাসা দিও
তুমি হাসনাহেনা বন্ধু প্রিয়ো,
অলস সময়ে অবসরে এসে
দেখা হলো তোমাতে আমাতে।

লক আপ

করোনা ভাইরাস
তবু বেঁচে থাকার অভিলাষ
বিশ্ব জোড়া শুধু লাশ
বাসা ছাড়ার নেই পাস।
সবার মনে হাহুতাশ
কবে হবে মুক্তির উল্লাস
ট্রাম মিয়া খেলে তাস
কথা বলে বেফাঁস।
বিশ্বনেতা কুপোকাত
কথা বলে দিন রাত
আণবিক বোমা কই
পাকাধানে হলো মই।
যপ করো তপ করো
আল্লাহ তুমি রহম করো।

তরবারি সম্মান

এরই মধ্যে বছর সতেরোর ব্যবধান
তুমি বড় হয়ে গেছ মম দৌহিত্র শিহান
একদা এনালগ টেলিফোনে কথা হতো
তোমাতে আমাতে অর্থহীন যতো।
এখন সে সব কথা নেই, তুমি ব্যস্ত কতো।
বাম- ডান দৌড় ঝাপ ব্যস্ততা শত
কঠোর অনুশীলনে এক মন এক প্রাণ
উত্তীর্ণ হতে হবে নিতে হবে শ্রেষ্ঠ সম্মান।
তুমি অনেক বদলে গেছ প্রেরণা মোর
তোমার জীবনে উদিত হোক সোনালি ভোর।

শ্রমিক

ভোর সকালে জেগে উঠে
বৌকে বলে 'পাক করগে'
তড়িৎ করে খেয়ে দেয়ে
বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে।
সরল কিছু যন্ত্র নিয়ে
বসে গিয়ে পথের ধারে
সাহেব বিবি কাজ করাবে
দালান- কোঠার নানা কাজে।
ভিন্ন ভিন্ন নানা নামে
ডাকবে তারা বিশেষ নামে
কুলি- মজুর শ্রমিক তারা
দিনের নামে হবে ভাড়া।
সারা দিন ব্যস্ত থাকে
চুরুট খায় ফাঁকে ফাঁকে
সারা দিন ঘাম ঝরিয়ে
দালান- কোঠার বস্তু টানে।
দিনের শেষে টাকা নিয়ে
বস্তি বাসে পৌঁছে গিয়ে
ক্লান্ত দেহে গোছল করে
'খাবার দাও' বৌকে বলে।
সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে
ঘুমিয়ে পড়ে তৃপ্তি নিয়ে
এমনি করে জীবন চলে
হতাশা নেই অন্তরে।
বড় লোকের শান্তি নেই
রাতের বেলা ঘুম নেই।

শিহানের ছোটবেলা

বাল্য বন্ধু মুখে ছিল মধু
ফোন ধরে বলে কি না-
সারা রাত কথা হবে কিছুতেই ছাড়বে না
এখন তার সময় নেই।
মনে সে রাখে না, কথা তেমন বলে না
ল্যান্ড ফোন ক্লোজ আপ
হ্যান্ড ফোন কাট আপ,
আমি করি হাহুতাশ
বন্ধু বলে সাট আপ।
আমি হলাম প্রফেসর
আমার নানা অফিসার।
লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট রাইট
নানার সময় বড়ই টাইট
আমি অনেক সময় পাই
আমার নানার সময় নাই।

প্রতিবিম্ব

শাপলা পুকুরের ধারে ছিলাম আনমনে
ঝিরিঝিরি বাতাস বইছিল থেমে থেমে
তারই প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো জলের উপরে
আমি বিভোর ছিলাম স্বপ্ন দর্শনে
এই মধুক্ষণের বন্ধ দুয়ার খুলে
তুমি এসেছিলে চুপিচুপি , কার অন্বেষণে?
হঠাৎ করে তড়িৎ বেগে চিহ্ন রেখে গেলে
চিরকুটে লেখা ছিল 'তোমায় ভালো লাগে'
পত্রখানা ছোট, পড়েই মনটা ব্যাকুল হলো তব দর্শনে
কোথায় পাব তোমায় ঝড় উঠলো অন্তরে।
কথা দুটো ছোট আকুতি অনেক বড়
তাইতে আমার হৃদয় তন্ত্রী কাঁপলো থরথর।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একা

শিশু বাল্য ও যৌবনে
হয়েছি অনেক দেনা
তা কেউ জানে না।
আমি এবং আমার অন্তর্যামী
শুধু এই দুজনাই জানি
সে সব লেনাদেনা।
তারপর অনেক হেঁটেছি পথ
মারিয়ে গিয়েছি তৃণলতা
পদতলে পিষ্ট সোনাদানা।
পরিশেষে মম করুণ প্রার্থনা
দেনার দায়ে ঘুম আসে না
শেষ বিচারে পাব কি মার্জনা?

নদী তীরের দৃশ্য

চেয়ে দেখো নদী তীরে
পানসি নৌকা ভাসে
তার উপর সুন্দরী এক পা মাঞ্জন করে
জলের উপর নৌকাখানি উথালপাথাল নড়ে
মাঝে মাঝে ঐ তরুণী জল ছিটানো খেলে
নদীর জলে জলের ছিটায় জলের মুক্তা জ্বলে।
হঠাৎ করে বৈরী বাতাস ভিড়ায় তরী তীরে
বসে থাকা তীরের তরুণ পেল চোখেরনীড়ে
চোখাচোখি হলে তারা
মিষ্টি মিষ্টি হাসে
সেই মুহূর্তে দমকা বাতাস
মজার খেলা খেলে
ঝাঁকি লেগে তন্বীতনু
নদীর জলে ভাসে।

বহে মধুর মলয়

সূর্যমুখী পূর্বমুখী
হবে নিবাস ভোগবিলাসী
সকাল বেলার পূবালী হাওয়া
রাতের বেলা চাঁদ সিতারা।
দখিনমুখী দখিন হাওয়া
সুখের পরশ প্রাণের চাওয়া
নেইকো হেথায় তাপের জ্বালা
সকাল বিকাল শুধুই ছায়া।
অন্যমুখীর নেইকো হাওয়া
হবে নিবাস বদ্ধ হাওয়া
শীতের দিনে শীতল হাওয়া
গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া।
ফলে দক্ষিণমুখী ঘরের রাজা
পূর্বমুখী তার প্রজা
পশ্চিম মুখীর কথা নাই
উত্তর মুখীর মুখে ছাই।

আজিকার বাদলে

শাওনের বাদল দিনের মধু লগনে
তোমাকেই শুধু মনে পড়ে প্রিয়তম
একদা নির্জনে দেখা হয়েছিল দুজনে
বকুল ফুলের মালা ছিল মম হাতে
পারিনিকো পরাতে তব গলে লোক লাজে
আজি এই বাদল দিনের মধুবরিষনে।
হয়ত বসে আছ প্রিয়তম আমার গানের ওপাড়ে
তাই বাদল ঝরার মধুর সুরে শুধুই বিরহের অশ্রু ঝরে।

মাথার স্ক্রু ঢিলা হলে বসন খুলে ফেলে

সুন্দর দুনিয়ার মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব
আকার আকৃতিতে তারা সুন্দর অতীব
মহা সুখে ছিল প্রথম মানব
আরও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে এলো প্রিয়তমা একজন।
দোহে মহা সুখে বেহেস্তে ছিল, শয়তান এলো
প্রলোভনে ব্যত্যয় ঘটালো, তারা লজ্জা পেল
বেহেস্তি আবরু অদৃশ্য হলো, পোষাক এলো
লজ্জা তাদেরে পরিচ্ছদ পরালো।
তাই সুন্দর পৃথিবীর সুন্দর জীব মানুষ
আরও সুন্দর হলো পেল পোষাক অপরূপ
তাই মানুষ শুধু পোষাকী
আর সবাই রয়ে গেল বাকী।
তাই যদি মানুষ পোষাক হারায়
ফলে সে পশু পরিচিতি পায়।

আব চঞ্চল

ওগো নীলাম্বর তুমি সীমাহীন নেই কোনো কূল
তোমার বুকে ফুটে নানা রঙের শত ফুল
সাদা কালো লাল এবং আবীর।
ঘুরে বেড়ায় রঙ বদলায় ব্যস্ত অধীর
আবার কখনও শঙ্খচিল সমস্থির
কি খেলা খেলে মনের হরষে
বাতাসে ডানা মেলে বেড়ায় ভেসে
কখনও জলে ভরা কখনও তা- না
কখনও কাল বৈশাখী কখনও উদাসী
কখনও খেয়ালী আবার বেখেয়ালী
আকাশের বুকে মেঘ বালিকারা ভেসে বেড়ায় নিরবধি
হে আকাশ তুমি অপরূপ অতি পারঙ্গম ক্ষণিকের মূরতি।

আহ্বান

বাতাসে ভাসিয়া আসে আহ্বান শত
হে প্রিয় আর ঘুমাবে কত
সকালেই নিতে হবে দীক্ষা যত।
এ জীবন কর আলোকময়
কেন লাজ কেন এতো ভয়
করতে হবে বিশ্বজয়।
হে শিশু হে তরুণ হে যুবা কেন ঘুমাও
চোখ খোল হাত লাগাও গান গাও
মনন মস্তিষ্ক কাজে লাগাও
সকাল হতে রাত সারা দিনরাত
কর সংগ্রাম যতই আসে সংঘাত
না পাবার বদনাম সব নিপাত যাক।

একদা যশোলায় নানা

কাঠ বিড়ালী দুষ্টু ভারি
তোর সঙ্গে ভীষণ আড়ি
কাছে গেলেই লেজ উঁচিয়ে
দৌড়ে পালাস, পিছে তাকাস
তড়তড়িয়ে গাছে গাছে
ঘুরে বেড়াস, ফিরে তাকাস।
আমার নানু আরিন আসাদ
ডাকছে তোকে পিয়ারা দিবে
কয়টা নিবি? লিচু দিবি?
লেজটা তোকে মানায় ভারি
ভরা আছে দুধের হাঁড়ি।
তুলে নিলাম আমার আড়ি
খেতে দিবো মোয়া মুড়ি
ভরা আছে মস্ত ঝুড়ি।

আমার দেশ

এখানে বেহেস্তি নহর জলে শতদল
কোথা আছে সুশীতল ছায়া শ্যামল
কোথা ঝরে ঝর ঝর গানের বাদল
কোথা বহে নদী কলকল ছলছল
বধুঁর কাঁখে কলসী পায়ে বাজে মল
সবুজ শ্যামল মাঠে সোনালি ফসল
কোথা আছে এমন সমতল সমুদ্র অতল
সে মোদের বাংলাদেশ প্রিয় তীর্থস্থল ।

নাশিদ বাবুর ইচ্ছে

একটু আধটু খেতে চায়
শুধুই গল্প শুনতে চায়
কার্টুন ফার্টুন দেখতে চায়
মধ্য রাতে ঘুম যায়।
মুক্ত বায়ে ঘুরতে চায়
দাদা বাড়ি থাকতে চায়
নানা বাড়ি বদ্ধ বায়
শ্বাসকষ্টে প্রাণ যায়।
খুশি মনে নাইতে যায়
ঠান্ডা লেগে কষ্ট পায়
দাদা করে হায় হায়
নাশিদ বলে আমার দায়।
আমার কিছু হবে না
তুমি চিন্তা করো না।

বৃষ্টি ভেজা মধুক্ষণ

হিম হিম বাতাস বয়
একটু পরেই বৃষ্টি হয়
ঝরছে বৃষ্টি ছন্দময়
দু'জনাতেই দেখা হয়
আড়নয়নে চেয়ে রয়
মুচকি হেসে কথা কয়
আসলে যে জন মধুময়
পথের পথিক মনে ভয়।
তোমার আমার কীসের ভয়
অল্প কথায় হয় প্রণয়
একটা কিছু বিনিময়
এই তো সময় প্রেমময়
হঠাৎ করেই প্রণয় হয়
দুটো প্রাণের মিলন হয়।

কাদম্বিনীকে মনে পড়ে

সতত মনে পড়ে তাকে
অসম প্রেম বন্ধনে বাধিবারে
প্রাণের আকুতি প্রকাশ করিবারে
বড়ই ব্যাকুল শক্তি নেই কহিবারে
যদি রাজত্ব হারায় ভব সংসারে।
কিন্তু তাই কি হয়, কে বাঁধিবে শৃঙ্খলে
বিসুভিয়াসের লাভা উদগীরণে
খড়কুটা সম ভেসে যায় স্রোতে
নাহি পারে বাধিবারে তারে।
কোনো এক অসমক্ষণের ঘূর্ণীঝড়ে
থেমে যায় রথ, হৃদয় বিদরে
কিন্তু হায়! হৃদপিন্ডে রক্ত ঝরে
শুধু তার কথাই মনে পড়ে।
নিয়তই এ ঘটনা ঘটে সংসারে
কিছু তার সমাপ্তি হয় রাখি বন্ধনে
আর কিছু তুমি একদা গান গেয়েছিলে।

যদি পাপড়ি ঝরে

এসেছিনু শেষ সভাতে
তোমার নিমন্ত্রণে
কথা ছিল তোমার কাছে
আসতে হবেই মোরে।
এসেছিলাম তাইতো আমি
যাইগো চলে যাই
আমার তরে গাঁথা মালা
নাইবা দিলে মোরে,
চাইবো নাকো আপন করে
ওটার পাপড়ি ঝরে গেছে।

আমার শেষ বিদ্যাপিঠ

তোমাকে দেখলাম
আম্র কাননের ফাঁকে
ঋজু খেজুর বৃক্ষের ঘন ছায়ে
বাবলার প্রান্তরে।
রাতের আধাঁরে
শত বাতায়ন ফাঁকে
যেখানে জোনাকির মত
আলো জ্বলে-
অথবা আলোকমালার
স্তম্ভ উপড়ে
অযুত নিয়ন বাতির
স্নিগ্ধ আলোতে।
তোমাকে দেখলাম
সবুজ খোলা প্রান্তরে
বট বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে
কিংবা বিদেশি গাছের সমারোহে
পত্রহীন বিধবার বেশে
আবার বসন্তের নব পল্লবে
তুমি অপরূপ সুষমার
তুমি সুন্দর মতিহার।

পদ্ম পুকুর

মনে পড়ে-
জলাধার তোমারে
তোমার কাক চক্ষু জল
তোমার দূর্বা ঢাকা চত্বর
অনেক পুরানো খাট
যদিও ক্ষয়ে গেছে
হয়ত ছিলে নবীন কোন দিন।
আজ ইতিহাস হয়ে আছ
কিন্তু লিখে গেছ-
শতাব্দীর ওপাড় হতে
আজিকার তরে-
কত ইতিহাস তোমার আঁধারে
তোমার প্রতিটি বিন্দু বিন্দু জলে
আজি বসে তব তীরে
লিখে যাই অভিসার এক
তোমার বিছানো আঁচল পরে
একে অপরে মধু মিলনে ছিল দুজনে
তারপর অবশেষে দশমীর শশী
ডুবেছিল সেই স্বচ্ছ সলিলে
যা ইতিহাস হয়ে আছে অঞ্চলে।

আদ্রে মার্লোর আগমনে

আজকে ছাব্বিশে বৈশাখে
মতিহারে- উনিশশত বাহাত্তরে
সন্ধ্যার গোধূলি আঁধারে
অসংখ্য মানুষের ভিড়ে
পেয়েছি তোমারে
আমাদের মাঝে গণ জমায়েতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে।
তোমার আগমনে
আমাদের মনো মন্দিরে
বাজিয়াছে বীণা
তারই বহির্প্রকাশে
হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে
প্রকৃতির ফুলে সাজিয়েছি তোড়া
তুমি হলে আমাদের
ভালোবেসে।
ধন্য হলো আজিকার বৈশাখ
তোমার শুভেচ্ছা সফরে
আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো মতিহারে।

মাতৃ গাঁও

আবার এসেছি ফিরে তব অঙ্গনে
কোলে তুলে নাও
বিদেশে ঘুরে বারে বারে পড়েছে মনে তোমারে-
তুমি নাও মোরে আপন করে
আজ অনেক দিবস পরে
এসেছি ফিরে তব করে।
যদি কোন ফাঁকে দেখেছি আকাশ
অথবা পচা নর্দমা
জলসেচা টবে একটা ফুল
অজস্র কর্ম কোলাহলেও
তোমাকে পড়েছে মনে
প্রতিদিনের কঠিন বাস্তবেও
ভুলতে পারিনি তোমাকে
তাইতো এসেছি ফিরে মাতৃ নিলয়ে।
তোমার আকাশে খোলা প্রান্তরে
তোমার সবুজের সমারোহে
তোমার স্বচ্ছ জলের শরতের বিলে
হেমন্তে তোমার সোনালি ধানের শীষে
অগ্রাণে অথবা শাওনের নবান্নে
কিংবা কার্তিকে মাছ ভরা ঝোড়া ঝিলে
আবার বসন্তে পলাশ শিমুলে
তোমাকে মনে পড়েছে
তাইতো এলাম ফিরে
শান্তিকুঞ্জের মাতৃগাঁয়ে।

বারাঙ্গনা

কে তুমি অচেনা
দ্বার পাশে দাঁড়িয়েছ এসে
চক্ষুস্থির শান্ত
মনে হয়-
তবুও অধির,
যুদ্ধ কেবলই হয়েছে শেষ
ক্লান্ত প্রায় অস্থির তবু
উন্নীত শির।
বলিষ্ঠ বাহুর কড়া প্রান্তরে
হয়ত জড়াতে চাও
তোমার বঁধুরে আলতো করে
মনে হয়-
খুঁজেছ তাকে অনেক, দ্বার হতে দ্বারে
অবশেষে এলে
নিষিদ্ধ পল্লীতে খুঁজিতে কারে?
এখানে কিছু নেই
আমি ধর্ষিতা বাঙলার ক্ষত চিহ্ন
আমি অনাবৃতা বাংলার স্বাধীনতা
আমাকে চিনবে না।
আমি অবাক পৃথিবীর বিস্ময়
আমাকে জানতে চাইবে না
তবুও দেখছ কি? বলছিতো
আমি চর্বিত চর্বণ,
আমি বাঙলার গুপ্তচর
আর তুমি মহাপরাক্রান্ত মহা বিক্রম।
দোষ দেব না তোমাকে আমি চাইব না
কেউ জানবে না আমি জানতে দেব না
শুধু মনে রেখো তোমার বঁধুরে
রাখিতে বাহুডোরে দৃষ্টির অগোচরে
যে তোমাকে দিল এতো প্রেরণা
তাকে তুমি চিনতে পারলে না।

পল্লীবঁধু

আজিকার সন্ধ্যা সার্থক হলো
তোমার সঙ্গ পেয়ে
পদ্মা তীরে -
মধুময় হলো স্বপ্ন আমার
তোমায় পেয়ে
গোধূলি বেলায়
সূর্য ডুবার ক্ষণে
আজ পদ্মা তীরে।
কি রূপ দেখলাম
আজন্ম ভুলবো না যে।
তোমাকে দেখলাম
পল্লী বঁধুরে-
কলসী কাঁখে পদ্মা তীরে
আচমকা আমাকে দেখে
ঘোমটা টেনে বারেক থেমে
মিষ্টি হেসে পা বাড়ালে
আবার ফিরে তাকালে
আজন্ম ভুলব না তোমাকে
রূপসী বাংলার পল্লীবঁধুরে।

কন্যা দান

মাগো
কুড়িয়ে পেলে
আঁচল হতে হারিয়ে যাওয়া
মনিটারে,
রেখেছিলে যতন করে
যদিও তারে
দেখে নিতে বারে বারে
সবার চোখের অগোচরে
কেমন করে আজি তারে
বিদায় দিলে!

মাকে মনে পড়ে

মাগো-
তোমায় বড়ই মনে পড়ে
অনেক বছর পরে
যদি কেউ মাকে স্মরণ করে
আমার অশ্রু শুধু ঝরে
মাগো তোমায় মনে পড়ে।
কথা কাজে গানে
এবং গল্প কবিতাতে
যদি কেউ মায়ের কথা বলে
মাগো তোমায় মনে পড়ে।
প্রেক্ষাগৃহে উপমা অলঙ্কারে
যদি কেউ মায়ের কথা বলে
তবে আমার খুন ঝরে অন্তরে।

মায়ার বাঁধন

আমি যখন থাকবো না ভাই
হবো আকাশ ফুল
তোমরা সবাই ভুলে যেও
আমার যত ভুল।
মাটির ধরায় ছিলাম যখন
সবার সঙ্গে ছিলাম তখন
এখন আমি আকাশ তারা
মুক্ত স্বাধীন বাঁধন হারা।
ঘুরে বেড়াই আকাশ জোড়া
সদাই আমি তন্দ্রা হারা,
মাটির ধরার মায়ার বাঁধন
প্রেম পিরিতি ভক্তি সাধন,
শুধু শুধুই ছল ছাতুরি বাঁধন রোদন
লেনাদেনা স্বার্থ সিদ্বী কিছুই আমার নাই,
তোমরা সবাই ভালো থেকো
সেটাই আমি চাই।

ঝরে অশ্রু তার তরে

যবে বাতাসে গন্ধ
চলাতে ছিল ছন্দ
সেই দিনের আনন্দ
ছিল নিজ মনে বন্ধ,
মনের অজান্তে
রূপাকে ভালো লাগে
গানে গানে সুরে সুরে
যৌবন এসেছিল যে দিন প্রাণে।
অন্তরে অন্তরে শুধু ভালোবেসে
প্রিয়ারে আমার শুধু মনে পড়ে
বলিতে পারি না মুখে হৃদয় বিদরে
মনের অজান্তেই শুধু অশ্রু ঝরে।

বসত বাড়ির আঙ্গিনা

সুন্দর পৃথবীর বক্ষ জুড়ে
শত সহস্র লতাপাতা ফুল ও ফলে
কত শোভা এ ধরার নানা অঙ্গনে
আমাদের করে শোভা বর্ধনে
হৃদয়ের গভীরে প্রশান্তির তরে
স্রষ্টার নিপুণ হাতের পরশে
আমাদের তরে শুধু ভালোবেসে,
যেন নষ্ট না করি অকারণে
কোনো প্রলোভনে মম ভোগ বিলাসে
আধুনিকতার ছলে অট্টালিকা গড়ে।
কিছুটা হলেও মনের হরষে প্রয়োজনে
প্রাসাদ উপড়ে কিছু ফুল ফল এসেছে টবে
এক চিলতে মাটি রেখো প্রাসাদ অঙ্গনে
পুঁতে দিও কিছু বৃক্ষ খাদ্য ও শোভা বর্ধনে।

ভালোবাসা

দিবসের শেষে পড়ন্ত বিকালে
সকালের সোনালি স্মৃতি মনে পড়ে
চার অক্ষরের একটি পরিভাষা কীভাবে
বেঁধেছিলো হিয়া একে অপরে,
শুধু ভালো লাগে ভালো লাগে
চোখের ভাষা মনের বাসনা
সবই উঁকি দিতে চায় অযথা
তবুও জীবন ধারণ নহে বৃথা।
একদা তুমি আর আমি দোহে
ছিলাম একদা মধুর বন্ধনে
এখন পড়ন্ত বিকালে এসে
সেটাই আবছা স্মৃতি হয়ে ভাসে।

তবু লিখে যাব

সবাই স্মৃতিময় হতে চায়
কেউ গান গায় কেউ বাঁশি বাজায়
আবার কেউ মনের কথা লিখে খাতায়
কেউবা আজন্ম ভালোবেসে যায়
মানুষের তরে, যেমন ফুল গন্ধ বিলায়।
যারা লাভ ক্ষতির হিসাব মিলায়
তারা জনমে জনমে দুঃখ পায়।
আমরা দেখেছি শাহজাহানের স্মৃতি গাঁথায়
শিরি ফরহাদের লোক গাঁথায়
আবার হেলেন অন্ধজনে পড়া শিখায়
মাদার তেরেসার অনাথদের ভালোবাসায়।
এরাই বেঁচে আছে মানুষের ভালোবাসায়,
মনের মনিকোঠায় যারা বাঁচতে চায়
তারাই শুধু ধূপ হয়ে গন্ধ বিলায়।
বিপরীতে দুষ্টজনেরাও কথায় এসে যায়
যেমন নমরুদের নাকে মশা ঢুকে যায়
বুশের কানে বড়শি ফুটে হায়!
সাদ্দাত দুনিয়াতে বেহেস্ত বানায়
হালাকু খাঁ ভারত হতে সোনা নিয়ে যায়
তাই বলি সবাই কি স্মৃতির মনিকোঠায়
রত্নাকর দস্যুর মত মানুষের মনে স্থান পায়?
কিছু হয় না তবুও মনটা লিখে যেতে চায়
কিছুই না হোক তারপর মনটা কবি হতে চায়।

ঈদের খুশি

ধাপুর ধাপুর ঢেঁকির পাড়
ঘুম নাই বঁধুর সারারাত
যাদের পায়ে বিষবাত
তাদের হবে ব্যথার হ্রাস।
নতুন বৌ এর দীর্ঘশ্বাস
বাপের বাড়ি ছোট তারাস
পায়নি যেতে সেই নিবাস
পিঠা পায়েশ হবে আজ।
কাল সকালে নেই উপবাস
খাওয়া খাদ্য ভোগ বিলাস
কালকে হবে খুশির বানাস
রমজান শেষ নেই উপবাস।
উঠে গেছে ঈদের চাঁদ
সবার মনে শুধু আনন্দ উল্লাস।

বিলেতি গাব গাছ

অদম্য উচ্ছলতা উদ্ভ্রান্ত ভালোবাসা
তোমার আমার প্রীতি বন্ধনের ছোটবেলা
মৌ মৌ গন্ধভরা বিলেতি গাব গাছতলা
যায় কি ভোলা হাতে হাত রেখে পথচলা
গাব ফুলের মিষ্টি মধুর গন্ধে ভরা
তমাদের স্মৃতিময় সাজানো আঙ্গিনা।
আজও অমলিন আমাদের ছোট বেলা।
দৌড়- ঝাঁপ লাফঝাঁপ শতশত কথা
তোমার আমার এক সাথে পথা চলা,
আঁকাবাঁকা মেঠো পথে সন্ধ্যা বেলা
মধুময় কথাগুলো যায় কি ভোলা
মনে আছে কি তোমার পায়ে বিঁধেছিলো কাঁটা
বুদ্ধুবাবুদের পুকুর পারের বাবলা তলা।

সোজাপথ

ডানে নয় বামে নয়
নহে মগ ডালে নহে শিকড়ে
তাকিয়ে দেখো ঝড় অবিরত
দোলায় শৃঙ্গ- উপড়ে পড়ে ভিত
অথচ কাণ্ড অক্ষত সতত
ক্ষতি যা হবার নিচে উপরে
কাণ্ডটা কাজে লাগে মানব কল্যাণে।
তোমাদের চলার পথে
যারা দিকভ্রান্ত হয়ে চলে
মঞ্জিল কভু নাহি পায় নাগালে
টালমাটাল দিকহীন অথই পাথারে
খাবি খায় শুধু উত্তাল জোয়ারে
অবশেষে হারিয়ে যায় সবার দৃষ্টির অগোচরে।

জোকার

সারা দিনমান হাসি আর গান
শত রঙ ঢঙ করে শুধু মানুষ হাসান
কিছু কৌতুক কিছু বন্দনা নানা ভঙ্গিমা,
নেই কোনো মানা যা আছে জানা
হেসে খেলে নানা কথা বলে
শুধু আনন্দ দান শত জনে।
দিন শেষে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে
মনে ভাবে- অবশ্যই আজ বলবে হেসে
ভালো আছি বাবা ভালো আছি -
বুকে এসে বলবে হেসে অবশেষে
আজ কোনো কষ্ট নেই মোর দেহে,
কিন্তু হায়! প্রতিদিন সেই একই কথা
আমি ভালো নেই বাবা, চিন্তা করো না।
বুড়ো সঙ অতি কষ্ট পেয়ে পরিশেষে
স্থির সিদ্ধান্ত- আর হাসাবে না কোনজনে
হাসলো বহুজন শুধু হাসলো না মোর ছেলে
তাই জোকারের বাহারি পোষাক ছুড়ে ফেলে
সাধারণ বেশে মনে ভাবে অবশেষে
আর হাসাবে না কোনো দিন কোনো জনে।

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে

নানাজনে নানা কথা বলে
হয়তোবা অনেক সময় আলাপচারিতা
বাস্তবে কিছু তার ঘটনা বাকী কিছু রটনা,
এ সংসারে সতত চলিছে লেনাদেনা
মনের বদলে মন তাতেও থাকে বেদনা
তবুও চলিছে স্নেহ ভালোবাসা।
নতুন নতুন আঙ্গিকে এই ভালোবাসা
একদা পত্র লেখা তারপর ফোনে কথা বলা
ইদানিং দূরদর্শনে বহুদূরে বসে হয় লেনাদেনা,
গোলাপ হাতে নিতে যদি কাঁটা নাহি বিঁধে
কেমনে তা স্মরণীয় হবে প্রেমিকাকে দিতে
তাইতো বলি কিবা আছে সহজলভ্য প্রকৃতিতে
তবে কেন দুঃখ পাও ভালোবাসা দিতে নিতে।

প্রলাপ

ফেলে আসা ছোট বেলা
একা একা পথ চলা
গুনগুনিয়ে কথা বলা
অর্থহীন সব ভাবনা।
আবোলতাবোল শব্দগুলা
মনে পড়লে বলতে মানা
শুনাই যদি অন্যজনে
পাগল ছিলাম ভাববে যে।
তাইতো আমি মুখ খুলি না
সে সব কথা বলতে মানা
মনে মনে ভাবি একা
অর্থহীন সব ভাবনা।

অহর্নিশ

মনে রেখো-
যদি আমি চলে যাই চোখের অন্তরালে
জানতে পারবে কিনা জানিনা-
তোমাকে রেখেছি মনে
সকালের ভৈরবী সুরে
দুপুরের কোলাহলহীন অবসরে
বিকালের চা- নাস্তার টেবিলে
আলো আঁধারের গোধূলির রক্ত রাগে
সুচপতন নিঃস্তব্ধ রাতের আঁধারে
শুধু তোমাকেই মনে পড়ে বারে বারে।

লজ্জা

হঠাৎ করে বৃষ্টি এলো
বাতাস শুধুই এলোমেলো
তনুলতা ভিজে গেলো
লাজুক লতা লজ্জা পেলো।
তৈলচিত্র ত্বকে
জলের মুক্তো জ্বলে
বাউড়ি বাতাস শেষে
প্রেমের কথা বলে।
সাঁঝের বেলার বৃষ্টি
করলো অনাসৃষ্টি
বসন ভূষণ মিষ্টি মধুর
বেহাল দশা কার বঁধুর?

জীবন মরণ

জীবনে না পাবার বেদনা
যার নাম কবিতা
বেঁচে থাকার প্রেরণা
উপেক্ষা করে শত বাধা
সামনে এগিয়ে চলা
যা কোনো দিন শেষ হবে না।
প্রেম প্রীতি ভালোবাসা
অনন্ত বাসনা শত কামনা
চিরন্তন সত্য তবু মরিতে চাহিনা
চিরঞ্জীব হবো- শুধুই বাসনা
এই সব দোলাচল নিত্য প্রার্থনা
যেন জীবনে মরণ আসে না
মরণে শুধুই অগত্যা সান্ত্বনা
তবুও মরণের মরণ হবে না।

খোলা বাতায়ন

অসীম দিগন্তের মৃদুমন্দ বাতাস কীসের তাড়নায়
ফুল ফসলের শীষ ছুয়ে নিতুই বয়ে যায়
কীসের প্রেরণায় গন্ধ বিলায় শীষ দিয়ে যায়
প্রেমিকের মনে প্রেরণা জোগায় দখিন বায়
প্রেমিকা উচাটন বসে বাতায়নে কার গান গায়
বহু দূর হতে বাতাসে গন্ধ শুঁকে প্রেমিক পৌঁছে যায়
প্রেমিকার নিদহীন রাতের শেষ প্রহরে দৃষ্টি সীমায়
দেখা হয় দুজনায় কাঙ্ক্ষিত দুপাশের দুটি জানালায়।

অবসরের বিলাপ

মন ভুলানো গানে গানে
আজও মনের মুকুরে বাঁশি বাজে
বসে নির্জনে ঘরের দাওয়াতে
নিঃসঙ্গ বয়সে পরিশেষে ,
পাশে কেউ নেই সূর্য ডুবে ডুবে
এই যত ক্ষণে যদি হারানো সুরে
বাঁশি বাজে, ভালো লাগে
মনে হয় আমি একদা
তারুণ্যে ছিলাম মধুলগনে।
মনের মুকুরে মধুর সঙ্গীতে
কত না ফুল ফুটাতাম মনোবনে
আজ শুধুই অসাড় ভাবনা মনে
অথচ একদা আমিও ছিলাম স্বর্ণ সিংহাসনে।

জননেতা এস.হক

নিকষ অন্ধ গহ্বরের মহাকর্ষণে
অদৃশ্য হয় দৃশ্যমান বস্তু সমূহ
কিছু কিছু নক্ষত্রের স্বভাব আলো বিকিরণে
কীভাবে নিঃশেষ হবে চলার পথে?
তেমনই কিছু মানব জোতিষ্ক আলো দিয়ে থাকে
মরণের পরে মানুষের তরে শুধু অকাতরে
সত্য সুন্দর প্রতিষ্ঠার তরে দেশ হতে দেশে
থেকে যায় নাম জন্ম জন্মান্তরে
কেহ হয় স্মরণীয় কেহ বরণীয়
ইতিহাস পড়ে দেখ শামছুল হকের প্রতি কি করণীয়।

বৃদ্ধ বয়সে

হসপিটাল হারানো সুর
দিলীপ কুমার, উত্তম কুমার
পাহাড়ি স্যান্যাল, বিকাশ রায়,
হেমা, সূচিত্রাকে কেমনে ভুলা যায়?
সেই বয়সে রূপালি তারুণ্যে
দৃশ্যপটে বাস্তব ছায়াছবিতে
সমাজের সুখ দুঃখ হাসি কান্না
রূপালি পর্দায় প্রেক্ষাগৃহে।
প্রতিটা দৃশ্যে মিষ্টি আবহে
দেয়া নেয়া প্রাণে প্রাণে
সন্ধ্যা রায়ের সুন্দর গানে গানে
মেঠো পথে অথবা সুদৃশ্য প্রাসাদে
শত ঘটনা দুর্ঘটনা ছায়াছবিতে।

গহনা

ঐ যে কানে দোলে দুল
নাকে জ্বলে ফুল,
পিছে দোলে বিনুনি দোদুল
যেন সৈকতে আছড়ে পড়া জল ফুল ।
ললাট তলে প্রতিফলিত আলো
নিকষ রাতের নীলাম্বরে একখানি প্লুটো
কাজল কালো আঁখির তারায়
জোনাক জ্বলে আবার হারায়।
কপোলের সোহাগী টোল
প্রেমিকের মনে দিয়ে যায় দোল,
চলে হৃদয় হরণ পাগল পারা
যদি দেখা হয় কভু ঐ দুল ঐ ফুল ঐ তারা।

সরোবরের স্বচ্ছ জ্বলে

জ্যোৎস্না সরোবর চারিদিকে বাড়িঘর
জল তার পাতা রং প্রতিচ্ছবি তার উপর
সারি সারি বাড়িগুলো দেখতে রংবেরং
জলাশয়ের চারিধার প্রকৃতির খেলাঘর
পানি হলো জলরং ঢেউ খেলে তার উপর।
ছোট ছোট ঢেউগুলো ভেসে যায় কিনারায়
অস্তিত্ব হারায়, মন্ময়ী গলে যায় কান্নায়
মাটি আর পানিতে মাখামাখি দুজনে,
মনে হয় কথা কয়, বুঝে তা কজনে?
জলচর প্রাণীগুলো মহাসুখে সাঁতরায়
গাছে বসে মাছরাঙা তাক করে একটায়
ঘরে বসে সানায়া খেলা করে গান গায়,
তিড়িং বিড়িং লাফায় আবার দোলনায় দোল খায়
এইভাবে দিন যায় রাত যায় সুখের ঘরটায়।

গাঁয়ের মায়া

গাঁয়ের নাম পাছতেরিল্যা এখন শুধু ধাঁধা
মেহমান হয়ে ঐ গাঁয়েতে মাঝে মধ্যে আসা
ভুলেই গেছি রাখাল ছেলের গায়ের মধুর ভাষা
কত আদর কত সোহাগ অনেক ভালোবাসা
বন্ধুরা মোর হারিয়ে গেছে নেইকো যাওয়া আসা।
ব্যস্ত আমি শহরবাসী মানুষ হয়েছি খাসা
অনেক বিদ্যা অনেক বুদ্ধি চলতি আমার ভাষা
ঐ গাঁয়েতে অনেক দিন হয়নি আমার আসা
চালশে রোগে ভুগছি আমি বয়স ষাটোর্ধ্ব হয়তোবা
অনেকখানি বদলে গেছি বুঝতে পারি না।
তবুও মনে আশা একটা বার ঘুরে আসি না
পারবে কিনা বন্ধুরা সব বিলের পারে গিয়া
সেই যে স্মৃতি ঝাঁপাঝাঁপি করতাম একদা
বন্ধুরা সব বুড়িয়ে গেছে চিনতে পারলো না।

সন্ত্রাস

অশান্তি দুনিয়া জুড়ে-
এমনকি পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তরে
ইয়াংকিরা কোন শান্তি অন্বেষণে
মিসরে বসনিয়াতে ইরাকে আফগানে
অগণিত মানুষের প্রাণ হানিতে
উল্লাস করে-
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে
পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তরে
যদি অশান্তির তুষার ঝরে
বর্গীরা মেঘ না হয়ে শীলা হয়ে পড়ে।
যে কোনো শ্যামল সবুজ প্রান্তরে
ওরা বলে আমরাই শান্তির অন্বেষণে
কোথায় কোন অধিকারে মানুষ মারে
এক সন্ত্রাসীর বদলে হাজারে হাজারে।

মনে রেখো বন্ধুরা

তোমার মধুর হাসি
ফুল হয়ে ঝরতো রাশি রাশি,
তোমার কাজল কালো আঁখি
মনের গভীরে বাজাতো মধুর বাঁশি,
তোমার নান্দনিক ছন্দিত চলা
যা ভাষায় বলা যায় না।
তোমার আমার এক সাথে চলা
হাতে হাত রেখে শুধু কথা বলা
উদ্ভ্রান্ত তুমি আর আমি সবার অগোচরে
নিঃশ্বাস নিতাম বুকের পাঁজর ভরে,
সেই তুমি আর আমি হারিয়ে গেছি সময়ের সমতলে
বন্ধুরা - একদা আমরাও ছিলাম তোমাদের রঙমহলে।

ভাগারের প্রগতিরা

পৃথিবী গোল-
এখানে গোলক ধাঁধা
রহস্য জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা
মানুষের নব নব বিচিত্র বাসনা।
কেউ নিয়মের মধ্যে থেকে
আবার কেউ বা নিজের মত করে
পরিচিতি পেতে চায় বিশ্বজুড়ে।
অধর্ম যত হোক কিছু যায় আসে না
মহাকালের স্রোতধারা বসে থাকে না
ওরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জ্ঞান পাপী পথহারা
ওরা রুশদী আহাম্মক তসলিমা যতসব প্রগতিরা
নবী মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে লিখা
জীবন ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে লিখা
ওদের পরিচিতি পাবার সাহিত্য সাধনা
তবে মনে রেখো প্রগতিরা-
ভাগারেও তোদের স্থান হবে না।

নির্দেশনা

তন্ত্র মন্ত্র ছাড়ো
সুখের দেশটা গড়ো
বৃথাই কেন মরো
সরল পথে চলো,
সঠিক পথটি ধরো
সত্য কথা বলো।
পায়রা খেয়ে আছো
বুঝতে নাহি পারো
চিন্তা করে দেখো
এমন কেন হলো।
দেশের কথা ভাবো
নেশার পথটি ছাড়ো
বুদ্ধিজীবী বুদ্ধু কেনো
চোখের পর্দা খুলো।
ন্যায়ের পথে যুদ্ধ করো
বাংলাদেশটা গড়ো।

১৯৬৯

জানি মহিরুহ তুমি
গায়ে সফেদ পাঞ্জাবী
পরনে সূতি লুঙ্গী
পৃথিবী জোড়া সুখ্যাতি
জন মানুষের তুমি
মওলানা ভাসানী।
টেকনাফ হতে তেতুলীয়া
ভুখা নাঙ্গা মানুষেরে নিয়া
মিছিলে প্রকম্পিত রাজনের হিয়া
দুঃশাসনের অবসান হবে কিনা?
শত কথার এক কথা
চাই বাক স্বাধীনতা
মওলানার এক দফা
পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা।

বেতারের সুফল

আজছে শুভ দিন হচ্ছে প্রচার
ফেজবুক ইউটিউব হটসঅ্যাপ ভাইবার
সত্য সুন্দর অত্যন্ত অকাট্য প্রচার
চলছে চলবে কস্টি পাথরে হবে বিচার।
কোথা স্বর্গ কোথার নরক কোথা সুরাসার
ভালমন্দ নিত্য অনিত্য শুভ শিষ্টাচার
প্রতিভাত হবে প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্ম, মানবতার
সুন্দর হবে সুখময় হবে সুন্দর সংসার।
অপপ্রচার স্বার্থ উদ্ধার অচ্ছুত কেউ থাকবেনা আর
মানুষ মানুষ হবে প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্ম, দূর হবে আন্ধার
আমরা যদি শুষে নিতে পারি জল হতে দুধ উদ্ধার
তবেই ধরা হবে সুখের গুলিস্তান দূর হবে অনাচার
ধর্মের নামে বেসাতি যত বামন মোল্লাদের কারবার
হবে প্রতিকার ধণাত্বক জ্ঞান যদি করিতে পারি উদ্ধার।

কাবলিওয়ালা

কারাবাস শেষে সোজা সেই বাড়ি
হাতে শেষ সম্বলে কেনা বাদামের পুটলি
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এক পরবাসী
দেখা হবে প্রিয়তম ছোট সেই পুতলি
বহু দিন পর বাহুডোরে যদি জড়িয়ে বলি
চিনতে পেরেছ কি মোরে ছোট খোকি?
আমি ঝুলিওয়ালা বাদাম বিক্রি করি
এসেছি দেখিতে মিনিকে তার কন্যার প্রতিচ্ছবি ।
মহাধুমধাম হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি
বিয়ে বাড়ি, খাতা খুলে দেখে টাকাকড়ি
আছে নাকি কিছু বাকি করিতে কিঞ্চিৎ স্ফুর্তি,
জায়া এসে বলে ভেবো নাকো তুমি
আমি দিবো কিছু আলোকিত করিতে বাড়িটি
একটি মাত্র খুকি তারই বিয়ে আজ
বাজাও ঢাক ঢোল সানাই বাজতে থাক ।
এই মতে ক্ষণে অলুক্ষণে কার ডাক!
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে এসে দেখে সেই ডাকাত
আবার সেই পুরনো হাঁক, আমি রাহমাত
হতভম্ব বাবু দেখা হবে না আজ
চলে যাও পরদেশী আপন নিবাস
তারপর নির্বাক, মুখে নাহি কথা শুধুই দীর্ঘশ্বাস!
চলে যাই তবে-
ইতোমধ্যে পুন দর্শন মিনি মাতার
ফিরাও ওকে দিয়ে দাও যা আছে আমার ।
তবুও মিনির বিয়ে হোক পূর্ণ স্বস্তি এবং সান্তনার
অকল্যাণ দূর হোক রহমত অবতার
দেখা হলো মিনি ও কাবলিওয়ালার
শেষের দৃশ্যটা বড়ই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার :
প্রেমপ্রীতি আর স্নেহ মমতার ।

শেষ হলো সব জ্বালা

ভুবলি বেওয়া ঢোবলা কেন হয়
নানা জনে নানা কথা কয়
পায় না খেতে তবুও মোটা হয়।
এই কারণে মনে তার খুবই করে ভয়
যদি প্রেসার হয়! শরীর অবশ হয়।
সে তো ঘুরে বেড়ায় সারা পাড়াময়।
ভুবলি বেওয়া চেয়ে চিন্তে খায়
বর্ষা এলো নৌকা করে বাপের বাড়ি যায়
বাপটি তার বড়ই কৃপণ, তবুও মহাজন
দু'দিন যেতেই বিদায় জানায় খুবই শক্ত মন
মনে তার বড়ই দুঃখ হয় কাকে কিবা কয়
বাপটি তার ভীষণ রাগী শুধুই তারে ভয়।
ভুবলি বেওয়ার ছোট্ট ছনের ঘর
বৃষ্টি হলেই ঝরে মাথার পর
তবুও ভালো এটা যে তার স্বামীর দেওয়া ঘর
এটা ছেড়ে কোথাও গিয়ে পায় না যে আদর।
যে যা বলে বলুক, কিবা আসে যায়
শান্তি যদি থেকে থাকে এই সে ঠিকানায়।
ছেলে গেছে শ্বশুরবাড়ি মেয়ে আসে বাপের বাড়ি
ডুবলি বেওয়ার চিন্তা শুধু কাকে দিবে আড়ি
সবই তার কপাল দোষে পরছে সাদা শাড়ি
স্বামী ছিল অনেক ভালো রসিক ছিল ভারি
কত কথা কইতো তারে নাইওর আনতে গিয়া
আজ সেগুলো শুধুই কথা ঢুলির কাঁদে হিয়া
একা একা কাঁদে ঢুলি, কেউ করে না মানা
সে সব এখন গত কথা সবারই মনেই জানা
গেল বছর মেয়ে গেল এবার ঢুলির পালা
কাঁদার কেহ নেই যে তার, শেষ হলো সব জ্বালা ।

নাতি নাতনি

দুটো হীরা দুটো পান্না
বলতে আমার নেই মানা
দুটো চোখের দুটো তারা
অন্ধকারে চাঁদ সিতারা
সা'দ 'হান রোজ' 'নিলা
অনেক শান্তি স্বস্তি দিলা ।
ছন্দ তুলে কথা বলা
দুলকি চালে পথ চলা
তোরাই আমার মানিক রতন
চেরাগ বাতি মনের মতন ।
বংশগতি ভূতের জ্যোতি
থাকবি তোরা শেষ অবধি
তোরা আমার অগ্রগতি
তোরাই আমার গোরের বাতি।

আমার ছোটবেলা

মনে পড়ে সেই যে ছোটবেলা
বগাদের বাড়ির পাশে ডাংগুলি দিয়ে খেলা
অকারণে দৌড় ঝাঁপ আর লুকোচুরি খেলা
বিলের জলে তৃপ্ত হতাম তপ্ত দুপুর বেলা
খাবার কথা ভুলেই যেতাম গড়িয়ে যেত বেলা
পাজি হতে খুঁজে নিতাম কোথায় আছে মেলা
সেই যে ছোট্টবেলা-
হাবুদের তেঁতুল গাছের তলা
তেরিল্যা বিলে কলাগাছের ভেলা
ফলদা গায়ের চৈত্র মাসের মেলা
হেমনগরের স্বাদের রসের গোলা
আঁকা বাঁকা গাঁয়ের পথে ভনভনিয়ে চলা
ক্ষেত খামারের মধ্য গিয়ে টুকপলান্তি খেলা
মনে পড়ে- সেই বয়সের অনেক-ছলাকলা
আবার যদি ফিরে পেতাম সেই সে ছোট্টবেলা
হিসেব কষেই পুষিয়ে নিতাম
সব রকমের খেলা।

গতিময়তা

দুঃখ, কষ্ট জরা আছে হতাশা
স্বপ্নময় জীবন থেমে থাকে না
বন্ধুর পথে আমরণ যাত্রা
ভয় পেলে চলবে না।
শিশু কৈশোর যৌবন বসে থাকে না
বৃদ্ধ বয়সে শুধুই হতাশা
এমনি করেই পথচলা
অবশেষে হৃদয়ে স্পন্দন থাকে না
তাই বলে বৈরাগী হওয়া চলবে না
জীবন একটাই সুতরাং থাকবে গতিময়তা
তবেই এ জগৎ হবে সুখময় ধরা
মানুষ মানুষের জন্য ভুললে চলবে না।
সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণে
এসো না সবাই গান গাই ঐক্যতানে।

বাংলাদেশ

এদেশ তোমার এ দেশ আমার
মাথা উঁচু করে ঠাঁই দাঁড়াবার,
লুণ্ঠন শোষণ-শাসন নির্যাতন অবশেষে
স্বৈরাচারের হলো পতন।
জেল জুলুম অত্যাচার অনাচার
১৬ ডিসেম্বর-
বিজয় দিবস পূর্ণ স্বাধীনতার
বিজয় তোমার বিজয় আমার এবং সবার
সব ভুলে কাজ আর কাজ দেশ গড়ার ।
গতকাল, আজ এবং আগামীকাল
সফল হোক প্রতিদিনের সকাল বিকাল
আমাদের দেশ প্রাণ প্রিয় দেশ
গড়তে হবেই সোনার বাংলাদেশ।

শয়তানের হাসি

মর্মর পাথরে ঢাকা মাটির বোবা কান্না
আমি শুনতে চাই না-
যেখানে মানুষের অবয়বে পিশাচের হাসি
চকচকে দাঁতের ফাঁকে লালসার ভ্রুকুটি
প্রতিটি কথার অন্তরালে শান্ত শয়তানি
সৌম্য শান্ত চেহারার মাঝে অন্যায়ের বেসাতি
সেবা করার নামে যার কাজ হয় নোংরামি.
অন্যায় অবিচার যেখানে দেখায় পরিপাটি
সুরম্য অট্টালিকা প্রাচীর ঘেরা বাড়ি
যার মধ্যে শুধুই সম্পদের কারাকারি।
সাধু বেশে সুধি মহান স্থপতি
কেউ জানবে না কে সেই নৃপতি
সে শয়তান মহা অপরাধী
এরাই খানসামাদের পুত্র, কন্যা, ঝি।

মেঠো পথের বাঁকে

শিমুল পলাশ আম্রমুকুল হাসনাহেনা
আরও কত ফুল চেনা অচেনা
কিশোর কলির তর সহেনা
কবে আসবে ওলি, নিত্য প্রার্থনা
কবরী সাজাবে বনফুল দিয়া
সোহাগ জানাবে পঞ্চপাগড়ি নিয়া
বসন্ত বিধুর হিয়া যাচে পরান প্রিয়া
বরণ করবে ফাগুনে হৃদয়ে হৃদয় দিয়া
বাসন্তি রঙের শাড়ি পরে যাবে অভিসারে
প্রেমবন্ধনে বাঁধিতে সখিরে বাহুডোরে।
আঁকাবাঁকা গিরিধারে মেঠো পথের বাঁকে
যদি দেখা হয় পহেলা ফাল্গুনে।

শোভা সুন্দর

সুন্দর শোভা মনোহর
কত উত্তাপ বুকের ভিতর
ফল্গুধারা প্রবাহিত করে
বাঁচাও তৃষিতেরে প্রতি প্রয়োজনে
দেহসৌষ্ঠব কত রং ঢং
বাতাস দোলায় শিসের শিখর
মন ভরে যায় ফিরে ফিরে চায়
বাঁধিতে বাহুডোরে কামনায়।
কী যে শোভা দেহে, প্রতি অঙ্গে
কার তরে তিলে তিলে
দেহ ভরে রসে ভরা যৌবনে
ঢেউ খেলে যায় প্রাণে প্রাণে।
এমনি করেই চামর দোলায়
মনের গভীরে প্রতি শিহরণে ।

ধেয়ান

তোমার যখন কাজ ফুরাবে
থাকবে না কেউ পাশে
স্বপ্ন ঘোরে রাত পোহাবে
আসবে না কেউ কাছে।
সুখের দিনের বন্ধু সবে
হারিয়ে যাবে অনেক দূরে
থাকবে না কেউ পাশে তোমার
এটাই প্রাপ্য তোমার আমার।

একুশে ফেব্রুয়ারি

সহস্র দিনের প্রত্যাশা স্বাধীনতা
জেল জুলুম অত্যাচার
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেশবাসী বৃটিশ তাড়াবার
খণ্ডিত বাংলা পেল পূর্ণ স্বাধীনতা
আবার গর্জে উঠে বাংলার জনতা,
পলাশ শিমুলের লাল আল্পনায়
সিক্ত হলো রাস্তা রক্তের বন্যায়
শাসকের রক্ত চাই,
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই ।
মায়ের ভাষার পূর্ণতা চাই
চাই, চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই
বায়ান্নর আন্দোলন বিকশিত তাই
একাত্তরে পূর্ণ স্বাধীনতায়
অর্থবহ হতে হবে তারই পূর্ণতায়।

শুধু তোমাকেই চাই

প্রকম্পিত রাজপথ উত্তাল জনসমুদ্র
ভুখা নাঙ্গা মেহনতি-মানুষের ভিড় ঠেলে
বজ্রকণ্ঠ এক মহাযোদ্ধার হুশিয়ারি
খামোশ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই
সূচপতন নীরবতা নিশি রাতের স্তব্ধতা
অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে
বিশাল জনতা-
লংমার্চ টিপাই তিস্তা, ফারাক্কা
তেজোদীপ্ত এক অশীতিপর বৃদ্ধের কথা বলি
আজ তুমি কোথায়?
তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে জনতা
স্বৈরশাসন, জরুরী আইন, ১৪৪ ধারা
ওদের এতো আস্ফালন
শুধু তুমি নেই বলে
ওঁদের কথা বলে
অথচ বন্ধুর পথে চলে
বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, নারী চাই
শুধুই খাই খাই
যেহেতু বিবেকের দংশন নাই
তাই আজ শুধু তোমাকেই চাই ।
আফ্রো এশিয়া ল্যাতিন আমেরিকার
গণমানুষের নেতা মুকুটহীন সম্রাট ।
ওদের বাড়ি গাড়ি সব আছে
শুধু তোমার কিচ্ছু নাই
তাই তুমি আছো জনগণের মনের মণিকোঠায়
আর ওদের মরণের পর কিছু নাই।

তসলিমার পথচলা

স্রোতধারা বাধা বন্ধনহীন
তটিনীর ধারা মুক্ত স্বাধীন
ভেঙেচুরে ছুটে চলে অসীমের সন্ধানে
কালের স্রোত শেষ কোথায় কে জানে?
এমনি করে সব স্রোতধারা
অদৃশ্যে হয়ে যায় হারা ।
কিন্তু তুমি কি দেখেছো।
নিয়মের বিপরীতে কোনো পথহারা
পেয়েছে কি পথের কোনো ঠিকানা?
জোয়ারের তোড়ে ভাঙাগড়া চলিছে নিয়তই
হয়েছে কি কোনোদিন গতিহীন গঙ্গা।
যদি তাই হয় তবে কেন
অযথাই নিরমের বিপরীতে পথচলা
কেনই বা নানাবিধ ছলা কলা।

বাংলা ভাষা

বর্ণ যোগে শব্দ হয়
শব্দ দিয়ে বাক্য হয়
বাক্য দিয়ে ভাব হয়
ভাব প্রকাশে ভাষা হয়
মাতৃভাষা মধুময়
মায়ের ভাষায় কথা হয়।
বাংলা ভাষায় কথা বলি
বাংলা ধ্বনি স্বর্ণখনি
ধ্বনিগুলো মুক্তামণি
মায়ের মুখে সেটাই শুনি
আমার ভাষা বাংলা ভাষা
আমার গর্ব ভালোবাসা।

প্রতি রমজান

বলতে দ্বিধা নেই
সুন্দর স্বপ্নের প্রয়োজনে
পৃথিবীর আদিকাল হতে
নিয়ম নীতির বন্ধনে
থাকতে বড়ই অস্বস্তি লাগে
ভালোমানুষেরা যা বলে,
তবু তারা বলে চলে
মহামানুষেরা ধর্মের কথা বলে।
আদম হতে অসংখ্যজন
সৃষ্ট জীবের তরে নিত্য দিনে
পরিশুদ্ধ নিয়মনীতির মাধ্যমে
সুন্দর সত্যের কথা বলে।
বন্য পশুদের মত মানুষ
বার বার পিছে ফিরে যেতে চায়
তাই মহামানবেরা ধর্মের কথা শুনায়
কালেমা, নামাজ হজ যাকাত ও রোজায়।
এমনি করে বারে বারে প্রতি রমজানে
এসেছে সিয়াম সাধনার ফরমানে
সত্য সুন্দর কল্যাণ পরবর্তী অনন্তকালে
সঠিক পথের সন্ধানে মানুষের তরে
শুরু হোক সামনে এগিয়ে চলা
যেখানে আছে সত্য সুন্দর স্বস্তি ও সান্ত্বনা ।
পরিপূর্ণ সুখের সওগাত নিয়ে ঈদ আসে,
সিয়াম সাধনা শেষে বিশ্বমানবের কল্যাণে !

ঈদ উল ফিতর

আপামর জনগণের
মহা বিশ্বের শত মানুষের
মুসলিম উম্মার আজমি ও অআজমিদের
কঠোর সংযমের সুন্দর জীবনের
সওগাত বয়ে এনেছে বেহেস্তের
ওয়াদা করুণাময়ের।
বর্ষ পরিক্রমায়
চাঁদ উঠে চাঁদ ডুবে যায়
প্রতি বছর রমজান আসে যায়
বেহেস্তি সমিরণ বহে ঝিরিঝিরি বায়
প্রাণের স্পন্দনে দোলা দিয়ে যায়
শাওয়ালের চাঁদ বারতা জানায়
মহা আনন্দের ঈদ আমাদের আঙিনায়
এনেছে কল্যাণ সবার তরে সিয়াম সাধনায়।

বিশ্ববিধাতা

তুমি বাজাও তাই বাজি
তুমি নাচাও তাই নাচি
তুমি ছাড়া কিছু নাই।
তুমি খাওয়াও তাই খাই
তুমি বাঁচাও তাই বাঁচি
তুমি ছাড়া কিছু নাই।
তুমি চালাও তাই চলি
তুমি থামালেই আমি থামি
মম গতি স্থিতি কিছু নাই।
যেমনি বাজাও তেমনি বাজি
আমি বাঁশি তুমি বাঁশরিয়া
তুমি সুর লহরি আমি বাঁশি।
যেভাবে নাচাও সেভাবেই নাচি
যেভাবে খাওয়াও সেভাবেই খাই
তুমি ছাড়া কেহ নাই কিছু নাই।

মায়ের মন

টেলিফোন পেয়ে কেঁদে ওঠে মন
মায়ের চোখে জল অবিরল
অজানা আশঙ্কায় ভরে মন
অসহায় বাপের তর্জন গর্জন।
অবুঝ মায়ের শুধুই ভয়
পড়সিরা নানা কথা কয়
পুতুলি তার অভিমানী অতি
হয়নিতো শেষ পরিণতি!
যেতে হবে এই এখনই
দরকার নেই কোনো প্রস্তুতি
মাঠ ঘাট শত যোজন পেরিয়ে
পৌঁছে গেলো অবশেষে ।
দুহিতা তার বেঁচে আছে
তবে খাদ্য খানা ছেড়ে দিয়েছে
কঙ্কালসার অর্ধমৃত
চলে শ্বাস- প্রশ্বাস কোনো মত।
শাশুড়ি বলে বৌ তার বড় নচ্ছার
খেতে বলে শতবার বারবার;
কে কার কথা শোনে-
দরজা বন্ধ করছে অভিমানে ।
হতাশ করেছে আমাদের
নিয়ে জান ফিরিয়ে চিরতরে
পুতেরে বিবাহ দিবো আবার
অঢেল সম্পত্তি আছে যার বাবার
মেয়ে নয়তো পোড়া কপালি
ঘরে আসার পর হতেই
সংসারে জোড়াতালি
তব সংসারে দিন যত যাবে।
ক্ষীণকণ্ঠে বলে মাগো
আমাকে নিয়ে চলো এখনই
এরা বড়ই দুরাচার অত্যাচারী

পেরেছো কি মোর মুখে ফুটাতে হাসি?
এক কাপ হেমলক দাও নয়তো নিয়ে যাও
যদি বোঝা-ই হয়ে থাকি তবে আর কি
অপত্য স্নেহ ভুলে যাও, মরে যাই আমি
শেষ হোক- লেনাদেনা দর কষাকষি
যেহেতু অতি দিনহীনের দুহিতা আমি।

বঁধু বকুল

বকুল ফুল বকুল ফুল
মনে হলেই হই ব্যকুল
বকুল ফুল বকুল ফুল
তোমার গন্ধে হই আকুল।
বকুল ফুল বকুল ফুল
আমার বধুর নেই কো তুল
বকুল ফুল বকুল ফুল
তুমি তার নাকের ফুল।
বকুল ফুল বকুল ফুল
তোমার অঙ্গ গন্ধ বিধুর
বকুল ফুল বকুল ফুল
তুমি তার কানের দুল।
বকুল ফুল বকুল ফুল
আমার বধুই বকুল ফুল।

প্রচ্ছদ

মায়া- মমতা, স্নেহ- ভালোবাসা, মান-অভিমান, প্রেম- প্রীতি, দেনা- পাওনা, কর্তব্য- দায়িত্ব, আদেশ- নিষেধ, নীতি- আদর্শ, করুণা- কল্যাণ, দান- প্রদান, ধর্ম-অধর্ম, বিশ্বাস- অবিশ্বাস, দেশপ্রেম- প্রকৃতি প্রেম, পশু- পাখি, বন- বনানী, আকাশ- বাতাস, জল ও স্থল শব্দ সমূহ দিয়ে গ্রন্থিত মালার মালাকর এবং সুই সুতা ও ডালি সরবরাহকারীর নিবিড় বন্ধুত্বের সৌজন্যে কথামালার কাব্য গ্রন্থই ‘বন্ধন’।

নিভৃতচারী অনন্য আলোকিত সাদা মনের মানুষ মোহাম্মদ শামছুদ্দোহা। ধর্মপরায়ণতা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে তার সাহিত্য চর্চা। মূলত মানবতার কল্যাণ সাধন তাঁর সাহিত্য চর্চার অভিপ্রায়। টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত ভূয়াপুর উপজেলার পাছতেরিল্যা গ্রাম তাঁর পূর্ব পুরুষের ঠিকানা। শৈশব কৈশোর অতিবাহিত হয় গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে। প্রথম শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি প্রতি পরীক্ষাতেই প্রথম হয়ে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে হেমনগর শশীমুখী হাই স্কুল হতে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি. পাশ করেন। আই. এস. সি. এবং বি. এসসি. উত্তীর্ণ হন করটিয়া সা'দত কলেজ হতে। সবশেষে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এমএম আলী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক হিসাবে অবসরে আসেন ঢাকার সরকারি বিজ্ঞান কলেজ হতে। বাল্যকাল হতেই তিনি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সংগঠনে নেতৃত্ব দান করেন। নিজ গ্রামে প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই তার অবদান বলিষ্ঠ এবং নিঃস্বার্থ। খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করেন সন্তোষ টেকনিক্যাল কলেজ এবং টাঙ্গাইল হোমিও মেডিক্যাল কলেজে। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদেও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনো করেন। তিনি ছোট কাল হতেই কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে আসছেন। তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্রের জনক। তারা সবাই সুশিক্ষিত। স্ত্রী শিক্ষিকা। হোমিও ডিপ্লোমাধারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শামছুদ্দোহা অবসরে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছেন নিয়মিত। তিনি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সস্ত্রীক হজব্রত পালন করেন।